প্রথম প্রকাশ :
৯ই পৌষ, ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রী রবি দাশ
প্রান্তিক পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীরথীন্দ্র কুমার আচার্য্য চৌধুরী
ওরিয়েণ্ট প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং
হাউস প্রাইভেট লিমিটেড,
৮।১।৩, হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-২৫

বাইণ্ডিং :
ঘোষ ব্রাদার্স
১১০, রাসবিহারী এভেন্যু,
কলিকাতা-২৯

মূল্য : দুই টাকা

উৎসর্গ

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অদম্য উৎসাহে নাট্যান্দোলন পুনর্জ্জীবিত হ'লো—যাঁদের ত্যাগে, নিষ্ঠায়, নতুন নাটক এবং নাট্যকারের সঙ্গে জনসমাজের পরিচয় ঘটলো—সেই সৌখীন নাট্য-শিল্পীদের হাতে শ্রদ্ধাভরে তুলে দিলাম।

—নাট্যকার।

আমার কথা

নাট্য-রসিকদের একটু আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যেই এই নাটক লিখেছি। জানিনা আমার এই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে।

এই নাটক লেখা থেকে ছাপা পর্য্যন্ত নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীসুনীল ভঞ্জ, শ্রীচিত্ত দাশ, শ্রীনীহার ব্যানার্জ্জী, শ্রীপ্রণব চৌধুরী এবং শ্রীতুহিন ব্যানার্জ্জী। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বহিরগাছি
৯ই পৌষ, ১৩৬৪।

বিনীত—
শ্রীঅনিল বরণ দত্ত।

যাদের নিয়ে নাটক

তাপস—	...	রূপনগর জমিদার ষ্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী।
সমীর—	...	তাপসের বাল্য-বন্ধু।
পরেশ— নরেশ—	...	ঐ 'রুম্-মেট'।
প্রভাত বাবু—	...	স্বনাম-ধন্য দেশনেতা।
অনন্ত—	...	ঘটক।
গড়গড়ি মশাই—	...	বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো।
যদুপতি—	...	জমিদার ষ্টেটের নায়েব।
কাশীনাথ—	...	গ্রামের মোড়ল।
অপরেশ, ভাস্কর, মৃণাল, সুজিত প্রভৃতি।	...	কলেজের ছাত্র।
বাবু—	..	যদুপতির পুত্র।
নির্ম্মলা দেবী—	..	তাপসের মা।
কল্যানী—	...	ঐ স্ত্রী।
নিস্তারিনী আইচ্—	...	অনাথ-আশ্রমের পরিচালিকা।

দারোয়ান, বেয়ারা, ছাত্রগণ, স্বেচ্ছাসেবকগণ, ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[একটী মেসের আলোকিত শয়ন কক্ষ। কক্ষের খোলা জানালা পথে সমীর বাহিরে চাহিয়া আছে। পরেশ তবলা বাজাইতেছে। নরেশ কবিতা লিখিতেছে এবং কিছুক্ষণ লেখার পর নিজেই বেশ আবেগ ভরে পড়িয়া দেখিতেছে কবিতা কেমন হইয়াছে। পাশের বাড়ী হইতে রেডিওর গান ভাসিয়া আসিতেছে।]

পরেশ। [সমীরকে] কিরে, কথা কবিনে ?

সমীর। না।

পরেশ। কিছু না বলিস অন্ততঃ আমার বাজনাটা কেমন হচ্ছে তাই বল্ !

সমীব। ভদ্রলোকের অশ্রাব্য।

পরেশ। হুঁঃ !

নরেশ। আজই বিকেল বেলা পথ চল্‌তে একলা
পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখা হ'লো তার সাথে।
কয়নি সে কোন কথা নেই তাতে কোন ব্যথা
কি হবে তুচ্ছ কথায় ? তবু সেই থেকে হায়
মন-মস্‌জিদ মাঝে আজানের ধ্বনি বাজে।

পরেশ। এই নরেশ থাম্ বলছি !

নরেশ। কেন, আমি তোর কি ক'রলাম ?

পরেশ। এই Poetry'র ঘ্যানঘ্যানানিতে আমার এমন সুন্দর তবলার চালু হাতটা দিলি তো রুখে। আবার বলছিস কি করলাম?

নরেশ। বেশ ক'রবো। আমার 'সিট'এ ব'সে আমি যা ইচ্ছে তাই ক'রবো।

পরেশ। যা ইচ্ছে তাই করবি? এত বড় কথা!

নরেশ। ও আর এমন কি বড় কথা ব'ললাম। এখনো তো খুব ছোট ছোট ছাড়ছি। বড় কথা ছাড়বো শেষের দিকে। একেবারে Hydrogen Bomb. বুঝলি?

পরেশ। ছেড়েই দেখ্না! আমিও তোর মাথায় এমন একটা নাগি-ধিনের গাট্টা আস্তে করে বসিয়ে দেব যে মাথার সব কটা স্ক্রু একসঙ্গে 'টাইট্' হ'য়ে যাবে।

সমীর। এই পর্শা আবার গোলমাল ক'রছিস?

পরেশ। এই নর্শা গোলমাল করিস্ নে। সমীর এখন মুডে আছে।

নরেশ। আমি আবার কখন গোলমাল ক'রলাম!

পরেশ। চুপ্—আবার কথা! নে তোর গামছাটা দে তো।

[নরেশ তাহার গামছা দিল। পরেশ নিজের গামছার সহিত নরেশের গামছা গিঁট দিয়া দড়ির উপর মেলিয়া দিল।]

নরেশ। এটা কি ক'রলি?

পরেশ। সন্ধি ক'রলাম।

নরেশ। সন্ধি?

পরেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ-সন্ধি। তোর সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে গেল। নে, একটা বিড়ি দিয়ে অনাক্রমনের চুক্তি কর্।

নরেশ। (পকেট খুঁজিয়া) ওই যা! বিড়ি তো নেই।

পরেশ। বিড়ি নেই! শেষে কি একটা বিড়ির জন্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেব নাকি? না-না আমি শান্তির দূত। যুদ্ধ পছন্দ করি না। যা-যা এখনই একতাড়া নীল সুতোর বিড়ি কিনে নিয়ে আয়।

[নরেশ বিড়ি আনিতে যাইতেছিল]

পরেশ। নর্‌শা শোন্ শোন্!

নরেশ। কি?

পরেশ। দু'টো সুপুরি ফাউ আনিস্—বুঝলি?

নরেশ। আচ্ছা।

[নরেশ প্রস্থান করিল। পরেশ তবলা বাজাইতে লাগিল]

সমীর। পরেশ—শোন্!

[পরেশ ছুটিয়া সমীরের কাছে গেল। সমীর জানালা দিয়া তাহাকে কি যেন দেখাইল। পরেশ বিজ্ঞের মতো একবার মাথা নাড়িয়া উভয়ে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন সময় বিড়ি লইয়া নরেশের প্রবেশ]

নরেশ। এই নে বি—

[পরেশ নরেশের মুখে হাত চাপা দিয়া জানালার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিল। নরেশ হতভম্বের মতো এক পা এক পা করিয়া জানালার কাছে আসিয়া বাহিরের দৃশ্যটি দেখিতে লাগিল]

সমীর। এখন উপায়?

[নরেশ ও পরেশ একসঙ্গে মুখ ঘুরাইয়া লইল]

নরেশ। উপায়!

পরেশ। উপায় ? আয় আমার সঙ্গে। [নরেশকে টানিয়া নিজের সিটের কাছে লইয়া] বোস্ এখানে। বিড়ি দে—বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নি।

[নরেশ পরেশের হাতে বিড়ির বাণ্ডিলটি দিল। পরেশ বিড়ি ধরাইয়া নরেশের মুখোমুখি বসিয়া বিড়ি টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পরেশ উঠিয়া বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল। নরেশ তাহারই অনুকরণে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। পরেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া নিভে যাওয়া বিড়িটি ফেলিয়া দিয়া]

পরেশ। বিড়ি ! [নরেশ তাহার মুখে একটি বিড়ি গুঁজিয়া দিল।] ফায়ার ! [নরেশ ম্যাচেস ঠুকিয়া বিড়ি ধরাইয়া দিল। পরেশ পুনরায় পায়চারী করিতে লাগিল। নরেশও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এমন সময় তাপস প্রবেশ করিল]

তাপস। কিরে, ঘরময় মার্টিনের রেলগাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন ?

নরেশ। উপায় খুঁজছি।

পরেশ। একটা বিরাট সমস্যা সমাধানের উপায়।

তাপস। কি সমস্যা রে সমীর ?

সমীর। নরকের পুতিগন্ধময় অন্ধকূপ থেকে নির্য্যাতিত নিপীড়িত মানবাত্মার উদ্ধারের উপায়।

তাপস। ঘণ্টা দুই আগেও তো দেখে গেলাম তোরা বেশ ভালই আছিস। হঠাৎ এর মধ্যে তোদের মাথাগুলো এমন হয়ে গেল কি করে—তোরা পাগল হ'লি কি করে ?

সমীর। পাগল !

নরেশ। না তাপসদা, মস্তকের গোলত্ব এখনও পদযুগলের শোভা বর্দ্ধন করতে পারে নি।

পরেশ। এখনও পদযুগলে বাটার ৯নং শোভা পাচ্ছে।

তাপস। তবে কি কোন নেশা-টেশা ক'রেছিস ?

নরেশ। নেশা! না-না, নেশা করতে যাব কেন ?

পরেশ। এই নর্‌শা! মিথ্যে বলিসনে বলছি। শোন তাপসদা, নেশা একটু করেছি বটে—তবে সেটা solid বা liquid নয়। সে নেশা gaseous—মানে নীল সুতোর বিড়ির।

নরেশ। বিড়ি! আ! হা-হা-হা, হে বিড়ি!
তোমারে যে করেছে আবিষ্কার,
তারে আজি জানাই নমস্কার।

সমীর। পরেশ! নরেশ! পেয়েছি।

পরেশ। কি পেলিরে সমীর ?

সমীর। উপায়।

পরেশ। উপায় ? বলে ফ্যাল্ কি করতে হবে ?

নরেশ। তোর আদেশে আমি বুলডগের মতো হুঙ্কার দিতে পারি—হাতীর মতো লাফাতে পারি—কচ্ছপের মতো ছুটতে পারি। বল সমীর কোন্‌টা ক'রবো ?

তাপস। কিরে, হ'লো কি তোদের ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সমীর। আয় আমার সঙ্গে।

[তাপস সমীরের সঙ্গে জানালার ধারে গেল। সমীর জানালার পর্দ্দা সরাইয়া পাশের বাড়ীর আলোকিত কক্ষের বন্ধ শার্সির দিকে

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। শার্সিতে দুইটি ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল—একটি অপরটিকে প্রহার রত। তাপস তাড়াতাড়ি জানালার পর্দ্দা টানিয়া দিল]

সমীর। মানুষের জীবনের সমস্ত সমস্যাকে এইভাবে পর্দ্দা টেনে আড়াল করে রাখলেই তো তার সমাধান হয় না তাপস !

তাপস। কিন্তু আমরা কি করতে পারি বল্ ?

সমীর। ইচ্ছে ক'রলে সবই করতে পারি। ওটা অনাথ আশ্রম সে তুই জানিস। কিন্তু ব'লতে পারিস তাপস—ঐ অনাথ আশ্রম কতকগুলো অনাথকে আশ্রয় দিয়েছে বলেই কি তাদের উপর এ রকম অসহনীয় নির্য্যাতন ক'রবার অধিকারও পেয়েছে ?

তাপস। কিন্তু কি কারণে, কে কার উপর এই অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে—তাতো কিছুই জানতে পারছি না।

পরেশ। হ্যাঁ—তা ঠিক। আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানিনা।

সমীর। কিন্তু জানবার অধিকার আমাদের আছে। এই রাত্রির অন্ধকারে রুদ্ধ দ্বারে কে কার উপর এই নিদারুণ অত্যাচার করছে—তা আমাদের জানতে হবে—দেখতে হবে—প্রতিকার করতে হবে।

তাপস। কিন্তু কোন্ অধিকারে আমরা এই রাত্রিতে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রবো শুনি ?

সমীর। কেন ?—স্বাধীন দেশের সভ্য শান্তিপ্রিয় নাগরিকের অধিকারে !

তাপস। রুদ্ধদ্বারে ওখানে যা হচ্ছে—তাতে শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে কি ?

সমীর। নিশ্চয়ই হচ্ছে। তুই কি বলতে চাস—গভীর রাত্রিতে কেউ কাউকে হত্যা করলেও, যেহেতু মৃত ব্যক্তির কোন চীৎকার বা কাতরোক্তি শোনা যায়নি—সেহেতু সেটা শান্তি ভঙ্গের যথেষ্ট কারণ নয় ?

তাপস। ও অনাথ আশ্রম মেয়েদের। আমরা এতগুলো পুরুষ এই রাত্রে ওখানে গেলে আশ্রমের যাঁরা পরিচালক তাঁরা হয়তো নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে আমাদের নামে মিথ্যে মামলা করতে পারে। আর তা যদি করে, তবে সাধারণ লোক ওঁদের কথাই বিশ্বাস ক'রবে।

সমীর। কে ভুল বুঝবে—কে দুর্ণাম রটাবে—এই ভয়ে কি আমরা কর্ত্তব্যচ্যুত হবো ?

তাপস। নাঃ, দেখছি তোর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

সমীর। ঠিক। আমিও সেই কথাই বলছি। তর্ক করে মিছে সময় নষ্ট না করে আমার সঙ্গে আয়।

[সকলেই প্রস্থানোদ্যত]

পরেশ। দাঁড়াও বাবা—এ রকম 'সিরিয়স' কাজে নামার আগে—[বেশ জোরে] বিড়ি। [নরেশ তাহার মুখে বিড়ি গুঁজিয়া দিল] ফায়ার। [নরেশ বিড়ি ধরাইয়া দিল]

[মঞ্চ ঘুরিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অনাথ আশ্রমের কক্ষ। কক্ষের এককোণে এক ষোড়শী সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। ক্রন্দনের আবেগে সারা দেহ তার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন আশ্রম পরিচালিকা মিসেস্ নিস্তারিনী আইচ। তাহার সাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ান। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার কপালে ও গণ্ডে স্বেদবিন্দু জমিয়া আছে। হাতে একটি চাবুক। দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে তাহার বক্ষ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে। একটু পরে তিনি ধীর পদক্ষেপে ষোড়শীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন]

নিস্তারিনী। এখনও বলছি কল্যানী আমার কথা শোন।

কল্যানী। আপনার সব কথাই আমি শুনতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ একটি কথা আমি কিছুতেই শুনতে পারবো না।

নিস্তারিনী। একগুয়েমী ক'রো না কল্যানী। বাপ, মা, বংশ-পরিচয় যাদের জানা নেই—অনাথ আশ্রমে থেকে, অপরের অনুগ্রহে যারা মানুষ হচ্ছে—তাদের ভাগ্যে এর চেয়ে সুপাত্র জুটবে না।

কল্যানী। না জুটুক—আমি আজীবন কুমারী হয়েই থাকবো।

নিস্তারিনী। কুমারী হয়েই থাকবে—তা বুঝলাম। কিন্তু কোথায় থাকবে শুনি? বিনা স্বার্থে কে তোমাকে আশ্রয় দেবে? এই আশ্রম এতদিন তোমাকে খেতে দিয়ে,

পরতে দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছে। আর কতদিন তোমাকে এভাবে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে? শোন কল্যানী! আমি তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি—হয় তুমি মিঃ গড়গড়িকে বিয়ে করবে, নচেৎ কাল সকালেই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে।

কল্যানী। তাই যাব।

নিস্তারিনী। যেতে যে চাও তা জানি। আর কেন চাও তাও বুঝতে পেরেছি।

কল্যানী। কি বুঝতে পেরেছেন?

নিস্তারিনী। ন্যাকা! কিছুই বুঝতে পারো না—না? এই আশ্রম এতদিনের যত্নে তোমার যে দেহকে গড়ে তুলেছে, আশ্রমের বাইরে গিয়ে সেই দেহকেই মূলধন হিসেবে ব্যবসায় খাটিয়ে তুমি লাভবান হতে চাও।

কল্যানী। মাসীমা!

নিস্তারিনী। থামো। আশ্রম চেয়েছিলো তোমাকে একজনের হাতে সম্প্রদান করে বিনিময়ে কিছু অর্থ আদায় করতে—যা আমাদের নায্য প্রাপ্য—নায্য দাবী। কেননা এই আশ্রমের যত্নেই আজ তুমি ঐ সৌন্দর্য্য, ঐ রূপ, ঐ লাবণ্যের ডালি নিয়ে ফুটে উঠেছ। সেদিন এই আশ্রম যদি তোমাকে আশ্রয় না দিত—তাহলে পারতে জীবনে যৌবনের এই আস্বাদ অনুভব করতে? না—পারতে না। কিন্তু তার জন্যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই তোমার প্রাণে। আশ্চর্য্য! আজ তুমি অম্লান বদনে

বলতে পারলে কালই আমি আশ্রম ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু কিসের জোরে তুমি যে এতবড় কথা বলতে পারলে—তা কি আমি বুঝতে পারিনি মনে করো ?

কল্যানী। মাসীমা, আপনার যত ইচ্ছে আমাকে চাবুক মারুন। কিন্তু দোহাই আপনার, আপনি চুপ করুন। আপনার ঐ কথার জ্বালা আমি সহ্য করতে পারি না।

নিস্তারিনী। ন্যাকামী ক'রো না। চাবুক—চাবুক বড় মিষ্টি, না ? বেশ, দেখি কতক্ষণ তুমি এই মিষ্টি আস্বাদ অনুভব করতে পারো। [চাবুক মারিতে লাগিলেন]

কল্যানী। উঃ, উঃ, মাগো ! উঃ—

নিস্তারিনী। কেন, চাবুক নাকি খুব মিষ্টি ? এর মিষ্টি আস্বাদ অনুভব করো। [আবার মারিতে লাগিলেন]

কল্যানী। উঃ,—উঃ, ভগবান আপনাকে কি দিয়ে গড়েছিলেন জানি না।

নিস্তারিনী। [ব্যঙ্গ হাস্যে] কেন, মাটি দিয়ে ! শোননি, কত লোক বলে, "মিসেস্ আইচ যেন মাটির মানুষ !"

কল্যানী। আপনার অন্তরের রূপের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তারা শুধু আপনার বাইরের রূপটাই দেখেছে—তাই ভুল বুঝেছে।

নিস্তারিনী। আর তুমি কি বুঝেছ শুনি ?

কল্যানী। আপনার হৃদয় বলে কিছু নেই—আপনার ধর্ম্ম বলে কিছু নেই—আপনার মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা বর্জ্জিতা পাথরে গড়া নারী-রূপী রাক্ষসী আপনি।

নিস্তারিনী। তবে সেই রাক্ষসী রূপই দেখ।

[উন্মত্তের মতো কল্যানীর সর্ব্বাঙ্গে চাবুক মারিতে লাগিলেন। দ্বারপথে সমীর, তাপস, নরেশ ও পরেশের প্রবেশ]

সমীর। থামুন!

নিস্তারিনী। আপনারা কারা? কোন্ অধিকারেই বা এই রাত্রে আশ্রমে প্রবেশ করেছেন?

তাপস। সে উত্তর পরে দিচ্ছি। তার আগে বলুন, কোন্ অধিকারে আপনি এই অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছেন?

নিস্তারিনী। আমার আশ্রমে আমি যা খুসী ক'রবো, আপনারা তার কৈফিয়ৎ নেবার কে?

সমীর। আপনার নিজের আশ্রম বলেই আপনি যা খুসী তা করতে পারেন না। সভ্যদেশে—

পরেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই সভ্যদেশে বাস করে আপনি এমন অসভ্য হয়ে উঠলেন কি করে ব'লতে পারেন?

নরেশ। আপনার বাড়ীতে আর আমাদের মেসে একই কলের জল—একই ইলেক্‌ট্রিকের আলো। অথচ—

পরেশ। মজা দেখুন—আমরা কেমন সভ্য আর আপনি কেমন অসভ্য জানোয়ারের মতো হয়ে উঠেছেন?

নিস্তারিনী। আপনারা কি আমায় অপমান ক'রবার জন্যে এই রাত্রে কষ্ট করে এখানে এসেছেন?

পরেশ। প্রথমটা ঠিকই ধরেছেন। তবে দ্বিতীয়টা একটু ভুল ক'রলেন—কেননা কষ্ট আমাদের মোটেই হয়নি। আমরা সামনের মেসের ঐ ঘরটায় থাকি।

নিস্তারিনী। আপনাদের বক্তব্যটা কি জানতে পারি ?

সমীর। তার আগে আপনার কাছ থেকেই আমরা জানতে চাই—আপনি ওঁকে এভাবে চাবুক মারছেন কেন ?

নিস্তারিনী। আমার কথা শোনেনি বলে।

সমীর। কি কথা ?

নিস্তারিনী। ও এই আশ্রমেই মানুষ—নাম কল্যানী। ওর বাপ মা বংশ পরিচয় আমাদের জানা নেই। ঐ মেয়েকে কে বিয়ে ক'রতো ব'লতে পারেন ? তবুও এই আশ্রমের পরিচালিকা হিসেবে আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। তাই বহু কষ্টে, বহু খোঁজাখুজির পর একটা সুপাত্র পেয়ে আজই বিয়ের দিন ঠিক করেছি। বরপক্ষ এসে হাজির। এখন ঐ মেয়ে ব'লছেন, 'আমি বিয়ে ক'রবো না'। বলুন তো, এতে কার না রাগ হয় ?

সমীর। বর দেখতে কেমন ? বয়স কত ?

নিস্তারিনী। বংশ পরিচয়হীনা মেয়ের পক্ষে বর সব দিক দিয়েই উপযুক্ত।

[এমন সময় ঘটক অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। হ', উপযুক্ত বইল্যা উপযুক্ত—এক্কারে অনুপযুক্ত। [স্বগতঃ] এ্যাঁ, কি কইয়া ফ্যালাইলাম। [জোরে] কইতায়াছি কি যে বরের কাছে কন্যা এক্কারেই অনুপযুক্ত।

সমীর। আপনি কে ?

অনন্ত। আমারে চিনলেন না? হরে মুরারে! আমার নাম অনন্ত বাড়ুজ্জ্যা। ব্যাবাকেই আমারে চিনে। আমারে ঘটকও কইতে পারেন—আবার পুরৈতও কইতে পারেন, যেইটা আপনেগো ইচ্ছা। তবে হ' ঘটক হইলে আমার ফি দশটাকা—আর পুরৈত হইলে পাঁচটাকা। তবে যদি আপনে কন—"অনন্ত বাবু! ঐ দুই কামই আপনেরে সারতে লাগব"—তাইলে কন্‌সেসান্‌ রেট করছি তের টাকা আট্ট আনা। অখন কন কি করুম?

তাপস। আপনি কি বরের সঙ্গে এসেছেন?

অনন্ত। হ' বরের লগে আইছি না তো কি নিজে বিয়া কর্ত্তে আইছি? অবশ্য অখনও বহু লোকে কয়—বাড়ুজ্জ্যা ম'শয়! অখনও তো বয়স পার হয় নাই, ছাখেন না চেষ্টা কইর‍্যা। কিন্তু আমি করুম না। আমার কাছে পত্নীধন বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

নিস্তারিনী। আপনি হঠাৎ এখানে?

অনন্ত। আপনে কন কি? লগ্ন পার হইয়া যায় গিয়া আর আমি বাইরে বইয়া থাকুম? হরে মুরারে! অনন্ত বাড়ুজ্জ্যা তেমন লোকই না। অখন কন্যার হাতখান আউগ্যাইয়া ছান—কোনক্রমে শাস্ত্রবাক্য পইড়্যা চাইর হাত এক কইর‍্যা দিয়া ফিয়ের টাকাটা লইয়া বাড়ী যাই।

পরেশ। আরে চার হাত এক ক'রবেন কার সঙ্গে? পাত্র কই?

অনন্ত। হরে মুরারে! কন কি? পাত্র না লইয়াই কি বিয়া পড়াইতে আইছি নাকি? অনন্ত বাড়ুজ্জ্যা তেমন লোকই

না। আমার ব্যাবাক কামই পাকা। [উচ্চৈস্বরে] গড়গড়ি ম'শয়—অ-গড়গড়ি ম'শয়! আহেন—তরাতরি আহেন। এদিকে আবার লগ্ন বইয়া যায় গিয়া। [পৈতা হাতে লইয়া কল্যানীর প্রতি] মা লক্ষ্মী! হাতখান আউগ্যাইয়া দ্যান—গড়গড়ি ম'শয় আইতে আইতে কাম অর্দ্ধেক সাইরাই রাখি।

পরেশ। ও বাবা! আপনি দেখছি একেবারে "A" গ্রেড পুরুত।

অনন্ত। ঠিকই কইছেন। আমার কামই এক্ক্যারে সাচ্চা। আর তাছাড়া একদিনের কাম তো না। আজ বিয়া পড়াইতেয়াছি, কাল ষষ্ঠীপুজা করুম, পরশু অন্নপ্রাশনে আসুম—এমন কি শ্রাদ্ধের সময়ও ডাক পড়বো এই অনন্ত বাড়ুজ্জ্যার। কন তো ক্যান? কইতে পারলেন না? আরে সৎ ব্রাহ্মণ বইল্যাই তো আমারে ডাকে। অন্য পুরৈতের যে কাম লাগবো দুই ঘণ্টা আমার লাগবো দুই মিনিট। এই যে গড়গড়ি ম'শয় আইয়া পড়ছেন—

[বক্রদেহে বিরাট কুঁজ বহন করিয়া ল্যাঠি হস্তে পক্ক-কেশ বৃদ্ধের প্রবেশ]

গড়গড়ি। কই হে অনন্ত—আর কত দেরী? আমার যে আর সবুর সইছে না ভাই—

অনন্ত। অধৈর্য্য হইয়েন না গড়গড়ি ম'শয়—অধৈর্য্য হইয়েন না। এই যে আপনেরা পাত্র খুঁজত্যাছিলেন, এই—এই

দ্যাখেন পাত্র—দ্যাখলে নয়ন মন সার্থক হইবো। আহা! য্যান্ ময়ুর ছাড়া কাত্তিক। [নিম্নস্বরে] গড়গড়ি ম'শয়! একটু মেক্-আপ লইয়া দাঁড়ান।

সমীর। আপনার পিঠে ওটা কি?

পরেশ। কি আবার—উটের পিঠে যা থাকে!

নরেশ। কুঁজ!

অনন্ত। হরে মুরারে! আপনেরা কন কি? কুঁজ হইবো ভদ্রলোকের পিঠে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ-আপনেগো এই কথা উইথ্‌ড্র করন উচিত।

সমীর। তবে ওনার পিঠে ওটা কি?

অনন্ত। এ্যাঁ! যেইটা নিজে না জানি—না বুঝতে পারি, সেইটা অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করন ভাল। তাইলে শুনেন—ওইটা গড়গড়ি ম'শয়ের পিঠের মাস্‌ল্। উনি পিঠের ব্যায়াম একটু বেশী কইর‍্যা ফ্যালাইছেন কিনা—

পরেশ। [নামাবলী দিয়া অনন্তর গলা ধরিয়া] তবেরে! ঠকানোর আর জায়গা পাওনি, না?

অনন্ত। ঠকাইছি! আপনেগো ঠকামু আমি! কন কি? হরে মুরারে! এই কথাও আপনেগো উইথ্‌ড্র করন উচিত।

পরেশ। দাঁড়াও, ভাল করেই উইথ্‌ড্র করছি।

নিস্তারিনী। আমার বাড়ীতে এসে, আমারই সম্মানিত অতিথিদের এভাবে অপমান করলে ভাল হবে না কিন্তু!

নরেশ। না হয় কিছু খারাপই হবে।

নিস্তারিনী। বেশ। [জোরে] বীর বাহাদুর!

[নেপথ্যে—'মাইজি']

সমীর। বীর বাহাদুরকে ডাকবার কোন প্রয়োজনই বর্ত্তমানে নেই।

নিস্তারিনী। কারণ ?

সমীর। কারণ আমরা আমাদের কাজ আগে শেষ করে নিই, তারপর আপনার যাকে খুশী ডাকতে পারেন।

নিস্তারিনী। তার অর্থ ?

অনন্ত। অর্থ বোঝলেন না? উনি কইত্যাছেন—অখন বীর বাহাদুররে ডাকনের প্রয়োজন নাই। তবে একান্তই যদি কাউরে ডাকনের লেইগ্যা আপনের জিহ্বা শুড় শুড় করে—তাইলে ভগবানরে ডাকতে পারেন। শাস্ত্রে কোন নিষেধ নাই। হরে মুরারে!

গড়গড়ি। এখন উপায় অনন্ত ?

অনন্ত। উপায় তো আমিও খুঁজত্যাছি গড়গড়ি ম'শয়।

পরেশ। [চাদর দিয়া গড়গড়ি মশায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া] কিহে কার্ত্তিক! এখনও তোমার বিয়ে করার সখ যায়নি, না ?

গড়গড়ি। ও অনন্ত! এরা যে ধাক্কা মারে—

অনন্ত। ঘাবড়াইয়েন না—বিয়া করতে আইলে শালাশালীগো ধাক্কা একটু হজম করতে হইবোই।

সমীর। কি ব'ললেন ?

অনন্ত। কমু আর কি ?—এই ভগবানরে ডাকতেয়াছি। হরে মুরারে!

গড়গড়ি। [নিম্নস্বরে] অনন্ত! ব্যাপার সুবিধের নয়—আমি ভাই বিয়ে ক'রবো না।

অনন্ত। [নিম্নস্বরে] আমার কিচ্ছু লোকসান হইবো না। বিয়া না করলেও অখনই যে আপনার শ্যাষ ক্রিয়া আমারেই সারতে হইবো, তা বেশ বুঝতে পারছি। [গম্ভীর হইয়া] কৈ দাদা, ফিয়ের টাকাটা অগ্রিম দিয়া রাখেন।

গড়গড়ি। কিসের ফি?

অনন্ত। বোঝলেন না—আপনের শ্রাদ্ধের! আয়ু আর আপনের বেশী নাই।

গড়গড়ি। আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন—আমি বিয়ে ক'রবো না। আগে জানলে আমি কখনই আসতাম না। ঐ অনন্ত আমাকে—

অনন্ত। হরে মুরারে। সবই তার ইচ্ছা।

সমীর। বিয়ে আপনি ক'রবেন না?

গড়গড়ি। আজ্ঞে না। মা কালীর দিব্বি! আর আমি বিয়ে ক'রবো না।

নিস্তারিনী। বিয়ে আপনাকে করতেই হবে। আপনার কথামত আমি সব যোগাড় করে ফেলেছি। এখন বিয়ে ক'রবো না ব'ললেই হ'লো?

অনন্ত। হ', বিয়া তো করনই উচিত।

নরেশ। আবার কথা!

অনন্ত। কই নাই—কিচ্ছু কই নাই। হরে মুরারে!

নিস্তারিনী। আপনারা—আপনারা এই রাত্রিতে আমার আশ্রমে অনধিকার প্রবেশ ক'রে আমার এমন একটা শুভ কাজে বাধা দিচ্ছেন—ভয় দেখিয়ে পাত্র পক্ষকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এর পরিণামের জন্যে আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।

সমীর। আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি। কল্যানী! আমি তোমার দাদা। তোমায় কথা দিচ্ছি আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন অসম্মান হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এসো—

নিস্তারিনী। এসো ব'ললেই যাবে নাকি? উঃ—"আমি তোমার দাদা!" মেয়েদের বয়েসকালে ও রকম অনেক দাদাই জোটে।

সমীর। ইউ সাট্-আপ্!

নিস্তারিনী। বেশ, তাহলে কাজের কথাই হোক। শুনুন, কল্যানীকে এখান থেকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন না—সে অধিকার আপনাদের নেই। যদি জোর জুলুম করেন—আমি পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো। তাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হবে না। তার চেয়ে আমি একটা প্রস্তাব করছি শুনুন। গড়গড়ি ম'শায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, উনি আমাকে হাজার টাকা দিয়ে কল্যানীকে বিয়ে ক'রবেন। আপনারা যখন কল্যানীর এতই শুভাকাঙ্খী—তখন আপনাদের মধ্যে যে কেউ ঐ হাজার টাকা দিয়ে কল্যানীকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

সমীর। যদি টাকা না দিই ?

নিস্তারিনী। তা হলে বিয়ে হবে না—আর কল্যানীকেও নিয়ে যেতে পারবেন না।

সমীর। [নিম্নস্বরে] তাপস ! তাহলে এখন উপায় ?

তাপস। উপায় আর কি ? চল্ মেসে ফিরে যাই।

অনন্ত। বিক্রম বুঝি ব্যাবাক ফুরাইয়া গেল। হরে মুরারে !

সমীর। নরেশ, পরেশ, চল্—কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

[সকলে প্রস্থানোদ্যত]

কল্যানী। দাদা ! আমাকে এখানে এ অবস্থায় ফেলে যাবেন না। আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

নিস্তারিনী। কল্যানী ! বেহায়াপনা ক'রো না। "বিপদ থেকে উদ্ধার করুন"—তুমি একেবারে অকুল সমুদ্রে ভাসছো, না ?

সমীর। তাপস !

তাপস। ওকে এখানে এভাবে ফেলে গেলে ঐ উটের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে—আর সেটা আজ রাত্রেই হবে।

সমীর। কিন্তু ওকে নিয়ে যাবোই বা কোথায় ? জোর জুলুম করে না হয় সঙ্গে নিয়ে গেলাম, কিন্তু রাখবো কোথায় ? ওকে নিয়ে তো আর মেসে উঠা যায় না—

পরেশ। দাঁড়া সমীর। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। [অনন্তকে খুব জোরে ঝাঁকি দিয়া] কি ঘটক মশাই ! লোক ঠকাবার আর জায়গা পাও নি ? বরের পিঠের ঐ বিরাট কুঁজকে বেমালুম পিঠের মাস্ল্ বলে চালিয়ে দিতে এসেছো, কেমন ?

অনন্ত। আরে দাদা, কুঁজেরে যদি পিঠের মাস্‌ল্ বইল্যা চালাইতে না পারুম তাইলে আর ঘটক হইলাম কিয়ের ?

পরেশ। তা বটে। তবে ঘটকগিরি এবার থেকে তোমায় ছাড়তে হবে।

অনন্ত। ক্যান্—ঘটকগিরি ছাড়ুম ক্যান্? এইয়া হইল আমার চৌদ্দ পুরুষের ব্যবসা। আমার পিতা করছেন, আর তস্যর লগে পিতা যোগ কইর‍্যা যতবার কইতে পারেন—তত পুরুষ ধইর‍্যা আমাগো এই ব্যবসা। অখন আপনের ঐ এক কথায় আমি এই বিদ্যা ছাড়ুম নাকি ?

পরেশ। ইচ্ছে করে কি আর ছাড়বে—ছাড়বে মারের চোটে।

অনন্ত। কন কি? আপনে আমারে মারবেন? সত্যসত্যই মারবেন—না ভয় দ্যাখাইত্যাছেন? ও—বুঝছি, আপনে আমার লগে মস্করা করত্যাছেন।

পরেশ। হ্যাঁ। আর লোক পেলাম না—তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি? নরেশ! একে নীচে নিয়ে গিয়ে বেশ করে একটু ইস্ত্রী করে দেতো—

অনন্ত। না-না, পরিবার আর আমি লমু না—বেশীদিন টিকবো না।

পরেশ। পরিবার নয়—এই ইস্ত্রী বেশ কড়া পাকের প্রহার।

অনন্ত। কন কি? ব্রাহ্মণের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবেন—এঁ্যা? কিন্তু দাদা—শাস্ত্রটা একটু ঘাইট্যা দ্যাখছেন? সেইখানে ব্রাহ্মণের অঙ্গে হস্তক্ষেপ নিষেধ কইর‍্যা ল্যাখছে—আবার



লাল কালি দিয়া আণ্ডার-লাইনও কইর‍্যা দিছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

পরেশ। দাঁড়াও এখানে। খবর্দ্দার নড়বে না। তোমার শাস্ত্র-বাক্য পরে দেখছি। কি গড়গড়ি মশাই! মার খেতে চান, না ভাল ছেলের মতো বাড়ী যেতে চান?

গড়গড়ি। আজ্ঞে আমি তো এখানে এসে অবধি বাড়ী যাবো বাড়ী যাবো করছি।

পরেশ। কিন্তু বাড়ী যাবার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

গড়গড়ি। আপনারা হুকুম করলে একটা কেন একশোটা কাজ করতে আমি রাজী আছি।

পরেশ। বিয়েতে কত টাকা দেবেন বলেছেন?

গড়গড়ি। আজ্ঞে এক হাজার।

পরেশ। টাকাটা সঙ্গে এনেছেন?

গড়গড়ি। [আমতা আমতা করিয়া] হ্যাঁ-না-মানে—

পরেশ। স্পষ্ট করে বলুন টাকা এনেছেন কিনা? যদি প্রাণের মায়া করেন, তবে আমাদের সঙ্গে চালাকি ক'রবেন না।

গড়গড়ি। ও অনন্ত এরা যে টাকা চায়—

অনন্ত। দিয়া ছান গড়গড়ি ম'শয়—আমার ফিয়ের টাকাটা আলাদা কইর‍্যা রাইখ্যা বাকি টাকা দিয়া ছান। সামান্য অর্থের লেইগ্যা আর অনর্থ বাধাইয়েন না।

গড়গড়ি। [কোমরের গোঁজ হইতে টাকা বাহির করিয়া] এই নিন্। এবার আমায় বাড়ী যেতে দিন।

অনন্ত। হরে মুরারে! হ' আমিও যাই।

পরেশ। দাঁড়ান। এখন আপনাদের কেউই যেতে পারবেন না। আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর—

অনন্ত। বিয়া? বিয়া আবার হইবো নাকি? হরে মুরারে।

পরেশ। মিসেস্ আইচ! এই নিন আপনার হাজার টাকা। আর কল্যানী দেবীর বিয়ে যদি আজই দেবেন প্রতিজ্ঞা করে থাকেন তাহলে [তাপসকে দেখাইয়া] এই আমাদের পাত্র। আপনি আয়োজন করুন!

তাপস। পরেশ! সব জিনিষ নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

পরেশ। ছেলেখেলা নয় দাদা—ছেলেখেলা নয়। এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। আমাদের চার জনের মধ্যে তোমারই অবস্থা ভাল। বাড়ীতে তোমার একমাত্র বৃদ্ধা মা। তিনি এতে অমত করতেই পারেন না। কারণ তার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে তিনি কোনদিনই যাবেন না। আর তা ছাড়া—

নরেশ। বহুদিন খুলিয়া ঐ বাতায়ন,
মিলায়েছ দোঁহাকার নয়নে নয়ন!

তাপস। কারও ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

সমীর। জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলে না বলেই আজ আমরা তোকে অনুরোধ করছি তাপস—একটা জীবনকে তুই এভাবে ব্যর্থ হতে দিস্‌নে। তোর অর্থ আছে, শিক্ষা আছে, সম্মান আছে, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই আছে। একমাত্র তুই-ই আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিস।

তাপস। কিন্তু—

সমীর। আর কিন্তু নয় ভাই। জন্ম-পরিচয়হীনা কল্যানীকে আমি আমার বোন বলে স্বীকার করেছি। তুইও তাকে প্রাপ্য সম্মান দিবি এটা আমি আশা করতে পারি।

তাপস। মাকে তুই জানিসতো সমীর—

সমীর। আরে সে সব ম্যানেজ করে নেব।

তাপস। কল্যানীর—

সমীর। আর তোমার মন কি চায় তা আমি খুব জানি। নরেশ যা বললো তা কি সত্যি নয় তাপস?

পরেশ। না-না—আর দেরী নয়।

নিস্তারিণী। [টাকা গোনা শেষ করিয়া] না-না, আর দেরী করা মোটেই উচিত হবে না। কল্যানী! তোর বরাত ভাল। নে-নে চল্—তাড়াতাড়ি নীচে চল্!

[কল্যানী সহ প্রস্থান]

অনন্ত। হ' লগ্ন পার হইয়া যায় গিয়া—

সমীর। অনন্তবাবু! আপনার ফিয়ের টাকাটা ঠিক মতোই পাবেন। এখন বিয়ের ব্যবস্থা করুন!

অনন্ত। হরে মুরারে। আমি অখন বিয়া পড়ামু— [প্রস্থান]

সমীর। [নরেশের প্রতি] মেসের সকলকে ডেকে আন্। বল্—তাপসের বিয়ে, শিগ্রী আয়। [নরেশের প্রস্থান] গড়গড়ি মশায়! তাপস আপনার পুত্রতুল্য। আপনি উপস্থিত থেকে এই নব-দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করে

যাবেন। আর আপনার টাকাটা এই সপ্তাহের মধ্যেই ফেরত পাবেন।

গড়গড়ি। না-না, ও টাকা আমি আর ফেরত নেব না। আমি ওটা দিয়ে এই নব-দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করছি। আপনারা আজ আমার চোখ খুলে দিলেন। সময়মতো আপনারা না এলে আমি একটা মেয়ের সমস্ত জীবন ব্যর্থ করে দিতাম। ছেলেদের যেমন বিয়ের আগে মেয়েকে দেখে পছন্দ করার অধিকার আছে—মেয়েদেরও যে তেমন ইচ্ছে জাগতে পারে—এটা আমরা অনেক সময় মনে রাখি না। আমিও ঠিক ঐ ভুলই করেছিলাম।

[নেপথ্যে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, আনন্দোচ্ছাস শোনা গেল]

চলুন, আর দেরী নয়। ওদিকে সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

পরেশ। চলো তাপসদা—

তাপস। কিন্তু—

সমীর। আবার কিন্তু? চল্—চল্। এদিকে সব কাজ সেরে আজই তোর মাকে একটা 'টেলি' করে দেব।

তাপস। কিন্তু মা যদি মত না দেন?

সমীর। বিয়ে তো আগে কর—তারপর দেখবো মাসীমা কেমন মত না দেন। আসুন গড়গড়ি মশায়—

পরেশ। চলুন গড়গড়ি মশায়—গড়গড় করে এগিয়ে চলুন।

[পর্দ্দা নামিল]

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[একটি সুসজ্জিত কক্ষ। বাহিরে অন্ধকার নামিয়াছে। কক্ষের খোলা গবাক্ষপথে গৃহকর্ত্রী নির্ম্মলা দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অবিরত ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। কক্ষের একপার্শ্বে নায়েব যদুপতি দণ্ডায়মান। হঠাৎ নির্ম্মলাদেবী বাতায়ন পথ হইতে মুখ ঘুরাইয়া]

নির্ম্মলা। এ সংবাদ সত্যি ?

যদুপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নির্ম্মলা। আপনি নিজে দেখেছেন ?

যদুপতি। হ্যাঁ মা—আমি নিজের চোখেই দেখেছি। আর তাছাড়া পাড়ার অনেক ভদ্রলোকও—

নির্ম্মলা। থামুন! যা জিজ্ঞাসা করছি শুধু তারই জবাব দিন। খোকার বৌকে দেখেছেন ?

যদুপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ—খুবই সুন্দরী—একেবারে লক্ষ্মী—

নির্ম্মলা। আমি যেটুকু জিজ্ঞাসা করছি, শুধু সেইটুকুরই জবাব দিন। অবান্তর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

যদুপতি। আজ্ঞে আর ব'লবো না।

নির্ম্মলা। কার হুকুমে আপনি খোকার বৌকে দেখতে গিয়েছিলেন ? কি চুপ করে রইলেন কেন ?—জবাব দিন।

যদুপতি। [আমতা আমতা করিয়া] আজ্ঞে বৌমাকে দেখবো বলে তো আমি যাইনি। আমি শুধু খোকাবাবুর খবরটা জানতে গিয়েছিলাম।

নির্ম্মলা। বেশ। আপনি এখন যেতে পারেন।

[প্রণাম করিয়া যদুপতির প্রস্থান]

[নির্ম্মলাদেবী ধীরে ধীরে কক্ষের মধ্যে অবস্থিত টেবিলের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। টেবিলের উপরিস্থিত তাপসের ছবিটি একান্ত নিবিষ্টমনে দেখিতে লাগিলেন]

নির্ম্মলা। খোকা—খোকা! তুই আমায় এতবড় আঘাত কেন দিলি? আমি তো তোর কাছে কোন অপরাধ করিনি। তবে কেন তুই গোপনে এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিয়ে করে তোর পিতৃকুলের বংশমর্য্যাদা, আভিজাত্য, সম্মান— সব কিছু বিসর্জ্জন দিলি? আমার মনে কত আশা ছিল, কত সাধ ছিল, কত স্বপ্ন ছিল—নিভৃতে বসে কল্পনায় কত ছবি এঁকেছি। গভীর রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেছি তুই ছোট্ট ফুটফুটে বৌকে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালি—লজ্জাবনত আরক্তিম মুখশ্রী তার ঘোমটায় ঢাকা। চারিদিকে মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠলো—তারই মাঝে তোরা দুটিতে আমায় প্রণাম করতে এলি। অমনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মুখপদ্মে আমি স্নেহচুম্বন এঁকে দিতে গেলাম। কিন্তু না-না-না, সব মিথ্যে— সব ভুল।

[সমীরের প্রবেশ]

সমীর। কি ভুল মাসীমা ?

নির্ম্মলা। এই যে বাবা সমীর! এসো-এসো—বোস। তারপর সব খবর ভালো তো? কখন এলে ?

সমীর। কাল এসেছি মাসীমা। এদিকে একরকম সবই ভাল। কিন্তু আপনি যেন কি বলছিলেন মাসীমা ?

নির্ম্মলা। না-না, ও কিছু না। তুমি বোস।

সমীর। আমার কাছে গোপন করার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই মাসীমা। আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবুও একটা কথা আজ কিছুতেই না বলে থাকতে পারছি না।

নির্ম্মলা। কি—কি কথা বাবা ?

সমীর। তাপস ছেলেমানুষ। খামখেয়ালী করে সে যা করে ফেলেছে—সেটা স্বীকার করে নেওয়াই কি আপনার উচিত নয় মাসীমা ? তাপস আর কল্যানী আমার সঙ্গে এসেছে। তারা আমাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করছে, আপনি অনুমতি দিন মাসীমা আমি তাদের এখানে নিয়ে আসি ?

নির্ম্মলা। সমীর! তাপসের পক্ষে ওকালতি ক'রবার জন্যেই যদি তুমি এখানে এসে থাক, তাহলে আমি ব'লবো—তুমি এখন আসতে পার।

সমীর। আপনি খুবই উত্তেজিত মাসীমা—তাই এই সহজ সরল সত্যকে অস্বীকার ক'রছেন।

নির্ম্মলা। তোমাদের মত অপরিণত বয়স্ক ছেলেদের কাছেই এটা সহজ, সরল, সত্যি বলে মনে হচ্ছে সমীর—কিন্তু আমার কাছে এর সবটাই মিথ্যে।

সমীর। যদি মিথ্যেও হয়, তবুও তাকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আজ আর অন্য কোন পথ নেই মাসীমা—

নির্ম্মলা। আছে সমীর—আছে।

সমীর। বলুন, কোন্ পথে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে?

নির্ম্মলা। পরিত্যাগ!

সমীর। [চম্‌কাইয়া] আপনি নারী হয়ে নারীর এত বড় সর্ব্বনাশ ক'রবেন মাসীমা?

নির্ম্মলা। সে যখন আমার অজ্ঞাতে আমার একমাত্র সন্তানকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে কুণ্ঠিতা হয়নি—তখন তার সুখের সংসার ছারখার করে দিয়ে তাপসকে ফিরিয়ে আনতেও আমার হাত একটুও কাঁপবে না—মন একটুও টলবে না।

সমীর। যদি তাপস না ফেবে?

নির্ম্মলা। ফিরতে তাকে হবেই।

সমীর। তাপসের নিজস্ব একটা সত্বা আছে, বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে। সে যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়?

নির্ম্মলা। জীবনে আর কোনদিন তাকে ডেকে পাঠাব না।

সমীর। মাসীমা! বাংলা দেশের কোন মা'ই আজ পর্য্যন্ত তার সন্তানকে মনে প্রাণে পরিত্যাগ করতে পারেনি। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার চাপে হয়তো দু'একজন তাদের

সন্তানকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমৃত্যুকাল সেই পরিত্যক্ত সন্তানের স্মৃতি বুকে নিয়েই তারা দিন অতিবাহিত করেছেন। তাই ভয় হয় মাসীমা, আপনি আজ রাগে, দুঃখে, অভিমানে যে কাজ করতে যাচ্ছেন—

নির্ম্মলা। তাতে ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হতে হবে, কেমন ?

সমীর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নির্ম্মলা। অনুতাপের আগুনে যদি পুড়তে হয়, তবে তার জন্যে যথেষ্ট সহিষ্ণু হবো।

সমীর। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি মাসিমা—

নির্ম্মলা। সেকি—এরই মধ্যে ?

সমীর। হ্যাঁ—আজ যাই। আর তাছাড়া তাপস আমার বন্ধু। তাকে কেন্দ্র করেই এ বাড়ীতে আমি প্রথম প্রবেশ করেছিলাম। আজ যখন এ বাড়ীর দরজা তাপসকে আর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না—তখন আমার পক্ষেও আর আসা উচিত হবে না মাসীমা। তবে তাপস ও কল্যানীর যাতে কোন অসম্মান না হয়—আমরণ আমি তা দেখবো। আচ্ছা আসি।

[সমীরের প্রস্থান ও অপর দরজা দিয়া যদুপতির প্রবেশ]

যদুপতি। মা একটা কথা ব'লবো ভাবছিলাম—

নির্ম্মলা। বলেই ফেলুন না—অত জাবর কাটছেন কেন ?

যদুপতি। পুকুরটা অর্দ্ধেক কাটা হয়ে গেছে—এ সময় কি ওর কাজ বন্ধ রাখা উচিত হবে মা ?

নির্ম্মলা। কেন ?

যদুপতি। পণ্ডিত বলছিল—পুকুর কাটা বন্ধ করবার হুকুম নাকি আপনিই দিয়েছেন। এখন কাজ বন্ধ করলে ক্ষতিই হবে মা—লাভ কিছু নেই।

নির্ম্মলা। সামান্য পুকুরকাটা বন্ধ করলে কি এমন ক্ষতি হবে নায়েব মশাই ? ওর চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি আমার হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কার জন্যেই বা এই বিষয়-সম্পত্তি, মান-মর্য্যাদা ?

যদুপতি। কেন—খোকাবাবু ?

নির্ম্মলা। খোকাবাবু ?

[নেপথ্যে 'মা'—'মা' ডাকিয়া কল্যানীকে লইয়া তাপসের প্রবেশ]

যদুপতি। এই যে খোকাবাবু ! বৌরানী ! সব এসে পড়েছেন—আচ্ছা আমি যাই মা, সব ব্যবস্থা করিগে। [প্রস্থান]

তাপস। মা-মা ! এই দেখ কে এসেছে ?

নির্ম্মলা। [অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া] যে এসেছে তাকে তুমিই দেখ তাপস—আমার দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

তাপস। মা—এ তুমি কি ব'লছো ?

নির্ম্মলা। কেন ?—আমি তো বেশ সহজ এবং সরল কথাই বলছি তাপস।

তাপস। মা, তোমার অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করা সত্যিই আমার খুব অন্যায় হয়েছে। আমায় তুমি ক্ষমা করো মা।

নির্ম্মলা। ক্ষমা তুমি পাবে না।

তাপস। পাবো না !

নির্ম্মলা। না। ক্ষমা আমি তখনই ক'রবো—যখন দেখবো তুমি ওকে চিরতরে পরিত্যাগ করে এসেছ।

কল্যানী। [আর্ত্তকণ্ঠে] মা!

তাপস। ওর তো কোন অপরাধ নেই মা—

নির্ম্মলা। বিচারক তুমি নও তাপস।

তাপস। তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মা—এ বিচার অন্যায়ের মর্য্যাদাই বৃদ্ধি করছে।

নির্ম্মলা। তাপস! সংযত হয়ে কথা বলো।

কল্যানী। মা, আপনি নারী হয়ে নারীর এ সর্ব্বনাশ ক'রবেন না। আমাকে আপনার চরণে স্থান দিন।

নির্ম্মলা। চরণে স্থান দেবার মতো বহু মেয়ে এদেশে ছিল—সেজন্যে অনাথ-আশ্রম থেকে তোমায় ডেকে আনতে যাব কেন?

কল্যানী। অনাথ আশ্রমে যারা বড় হয়েছে—তারা কি মানুষ নয় মা?

নির্ম্মলা। থামো। কথার মায়াজালে আমাকে ভোলাতে পারবে না। জীবনে ডাইনী আমি অনেক দেখেছি।

কল্যানী। ডাইনী! আমি—আমি ডাইনী?

নির্ম্মলা। হ্যাঁ তাই। নইলে মার বুক থেকে তার একমাত্র সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে পারতে না। হ্যাঁ তাপস! তুমি যাকে সঙ্গে করে এনেছ, তাকে বাইরে রেখে এস। তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

তাপস। যেখানে কল্যানীর স্থান নেই—সেখানে আমারও স্থান নেই। চলো কল্যানী! বড় আশা করে তোমাকে

নিয়ে এখানে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, মা তোমাকে বুকে তুলে নেবেন। তা যখন তিনি নিলেন না— মাতৃ স্নেহের আস্বাদ যখন তুমি পেলেই না—তখন আর এখানে নয়। চলো—

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

নির্ম্মলা। তাপস! আমার কথা কি তুমি শুনতে পাও নি?

তাপস। তোমার আদেশ আমি শুনেছি মা, কিন্তু সে আদেশ পালন করার শক্তি আমার নেই।

নির্ম্মলা। তাপস! ভাল করে ভেবে দেখ তুমি কি করেছ—আর কি করতে যাচ্ছো। অজ্ঞাতকুলশীলা এক নারীর মোহে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট ক'রবে না—এই আমি চাই।

তাপস। ধর্ম্ম সাক্ষী, অগ্নি সাক্ষী করে যাকে গ্রহণ করেছি— তাকে পরিত্যাগ করে লোকচক্ষে তোমায় হেয় প্রতিপন্ন করতে আমি পারবো না মা।

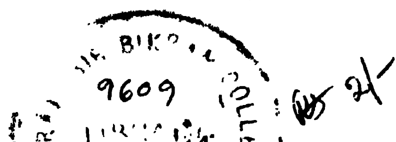
নির্ম্মলা। তাপস!

তাপস। মা—

নির্ম্মলা। তাহলে চিরদিনের মতো আমায় ছেড়ে যেতেই তুমি চাও?

তাপস। ছিঃ ছিঃ মা—ও কথা ব'লো না। মাকে ছেড়ে ছেলে কি কখনো থাকতে পারে? তোমাকে পুনর্বিবেচনার অবকাশ দিয়ে আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে থাকতে চাই। যে মুহূর্ত্তে তুমি ডেকে পাঠাবে—সেই মুহূর্ত্তেই তোমার তাপস তোমার চরণে আশ্রয় নেবে মা।

নির্ম্মলা। বেশ। তোমরা যেতে পারো। হ্যাঁ, যাবার আগে শুনে



যাও—আমার বর্ত্তমান আদেশের পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে না।

তাপস। তা যদি না হয় মা, দূর থেকেই তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'রবো। এ বাড়ীতে এসে তোমার আদেশের অমর্য্যাদা আমি ক'রবো না। কল্যানী! মাকে প্রণাম করো—

[কল্যানী ও তাপস নির্ম্মলাদেবীকে প্রণাম করিতে গেল। নির্ম্মলাদেবী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় গমন করিলেন। তাঁহার গমন পথের দিকে চাহিয়া উভয়ে ধীরপদে প্রস্থান করিল। অপরদিক হইতে ভৃত্যগণের হস্তে বরণ ডালা, চায়ের সরঞ্জাম লইয়া যদুপতির প্রবেশ]

যদুপতি। মা! এই যে সব যোগাড় করে এনেছি—

নির্ম্মলা। [দোতলায় রেলিঙে ভর দিয়া] কে?—

যদুপতি। আমি যদু। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি মা। খোকাবাবু আর বৌরাণীকে একবার নীচে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আজ আমি নিজে বৌরাণীর হাতে খাবার তুলে দেব। সেদিন তিনি আমায় নিজের হাতে কত কি খাওয়ালেন! ভুলিনি—কিছু ভুলিনি। ওরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বাজা—বাজা সব—

[তিনটী শঙ্খ একত্রে বাজিয়া উঠিল]

নির্ম্মলা। থামুন—থামুন।

যদুপতি। আজ আর থামবো না মা—আজ আর থামবো না। আজ এত বড় একটা আনন্দের দিন—আজ কি থেমে থাকা

যায়? খোকাবাবু! ও খোকাবাবু! একবার এদিকে আসুন!

নির্ম্মলা। খোকা নেই।

যদুপতি। সেকি? এই অবেলায় আবার গেলেন কোথায়? এদিকে যে খাবারগুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—

নির্ম্মলা। খোকা আর আসবে না। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

[নির্ম্মলাদেবী রেলিঙ হইতে মুখ ঘুরাইয়া অদৃশ্য হইলেন]

যদুপতি। তাড়িয়ে দিয়েছেন!—বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন! আমি যে কত আশা করে—

[চাদরের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে যদুপতির প্রস্থান।]

[মঞ্চ ঘুরিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি ফ্লাট বাড়ীর কক্ষ। সমীর, তাপস ও পরেশ চেয়ারে বসিয়া আছে। কল্যানী তিনজনকে চা পরিবেশন করিতেছে]

তাপস। সমীর! এমনি করে আর কতদিন চলবে ব'লতে পারিস?

সমীর। যতদিন অচল অবস্থায় এসে না পৌঁছায়।

তাপস। আমি সত্যিই লজ্জিত সমীর। আমাদের জন্যে আজ তোদের কত অসুবিধেই না হ'চ্ছে!

পরেশ। অসুবিধে মোটেই হ'চ্ছে না তাপসদা—বরং সুবিধেই হচ্ছে। আর দেখ না, মেস ছেড়ে কল্যানী বৌদির হাতের রান্না খেয়ে হাতের মাস্‌ল্ কেমন পিরামিডের মত উঁচু হয়ে উঠছে।

তাপস। এই দুর্দ্দিনে তোদের সাহায্য না পেলে কল্যানীকে নিয়ে কোথায় যে দাঁড়াতাম তাই ভাবছি।

সমীর। ভয় কি?—তোর এম. এ. পরীক্ষার Result যখন ভালই হয়েছে—তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। আর তাছাড়া তোর এত লজ্জার কোন কারণ নেই। আমরা কেউই মেসের চেয়ে বেশী খরচ করছি না। অথচ দ্যাখ সেই খরচে কেমন ফ্লাট বাড়ীতে সবাই মিলে আনন্দ করে আছি। কল্যানীর হাতের রান্না খাচ্ছি, আর হাতের মাস্‌ল্—কিসের মতো রে পরেশ?

পরেশ। পিরামিডের মতো।

সমীর। হ্যাঁ—পিরামিডের মতো হয়ে উঠছে।

কল্যানী। ভাল হবে না কিন্তু সমীরদা—

সমীর। কি মুস্কিল! ভালকে ভাল ব'ললেও দোষ?

কল্যানী। ভাল না ছাই!

তাপস। আমি যাই সমীর—আমার আবার 'টিউশানির' সময় হয়ে এল।

সমীর। হ্যাঁ, তুই রওনা হ'। ওদিকে তোর ছাত্রী হয়তো ব্যাকুল নয়নে তোর প্রতীক্ষা ক'রছে।

তাপস। দূর পাগ্‌লা! [প্রস্থানোদ্যত]

পরেশ। তাপসদা! আমার মাথায় একটা 'বিজ্‌নেসের' প্লান এসেছে।

তাপস। সেটা বর্ত্তমানে তোমার মাথায়ই থাক্—আমি এখন চলি।

[প্রস্থান]

সমীর। সত্যি, অদ্ভুত ছেলে এই তাপস। ছোটবেলা থেকে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব। কিন্তু কল্যানী, আজ পর্য্যন্ত ওর ভেতরে একটু খুঁত পেলাম না। ওকে তোমার কেমন লাগে কল্যানী?

কল্যানী। আপনারা সবাই যেখানে একমত, সেখানে আমার মতামতের মূল্য আর কতটুকু?

[নেপথ্যে 'বৌদি'—'ও বৌদি' ডাকিয়া নরেশের প্রবেশ]

নরেশ। এই যে বৌদি! সব 'মারকেটিং' করে এলাম। এবার রান্নার ব্যবস্থা করো। [থলি নামাইয়া] আলু, বেগুন,

উচ্ছে, শাক, কলা ইত্যাদি আর এই রুমালে বাঁধা মাছ্—আরে, মাছ্ গেল কোথায়! দেখ দিকি—একটা রুমালে মাছ্ বেঁধে আনলাম যে—

[রুমালে বাঁধা মাছ্ সহ অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। এই—এই যে মাছ্ আনছি। এইবার মিলছে তো হিসাব ?

নরেশ। ওঃ হো—আমার মনেই ছিল না যে মাছ্টা আপনার হাতে দিয়েছি।

অনন্ত। আপনের মনে না থাকলেও আমার মনে আছিল।

সমীর। অনন্তবাবু যে—হঠাৎ কি মনে করে ?

অনন্ত। ক্যান্—আমার আসনে দোষ হইছে নাকি ?

সমীর। না দোষ হবে কেন ? তবে হঠাৎ কেন তাই ভাবছি।

অনন্ত। ভাবত্যাছেন—তা ভাবেন। ভাবন ভালো—ব্রেন্ পরিষ্কার হয়।

নরেশ। বসুন অনন্তবাবু—

অনন্ত। ব্যস্ত হইয়েন না—বমু আর কি—বইয়াই তো আছি। [বসিয়া] হরে মুরারে! মা লক্ষ্মী, তাইলে ভালই আছেন, এঁ্যা ?

কল্যানী। হ্যাঁ। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আছি একরকম।

অনন্ত। আমাগো আশীর্ব্বাদে ? কি যে কন্ ? হরে মুরারে! সবই তাঁর ইচ্ছা। তা মা লক্ষ্মী! আবার কবে আইতে লাগবো কন ? তারিখটা লেইখ্যা রাখি।

[তাড়াতাড়ি নোটবুক বাহির করিল]

কল্যানী। আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না—

অনন্ত। বোঝলেন না? জিগাইত্যাছি, ৺ষষ্ঠী পুজা করনের লেইগ্যা আবার কবে আইতে লাগবো?

নরেশ। ও বাবা! অনন্তবাবু যে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

অনন্ত। হরে মুরারে! আমি আউগ্যাইছি? কি যে কন! সবই তাঁর ইচ্ছা।

[কল্যানী সলজ্জ ভঙ্গীতে থলি ও মাছ লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল]

অনন্ত। চইল্যা গ্যালেন? যান। আচ্ছা, আপনেগো তিন জনেরই তো বিয়া হয় নাই?

পরেশ। আজ্ঞে না।

অনন্ত। তা দিমু নাকি সব ঠিক কইর‍্যা? কালা কন্—ধলা কন্, লম্বা কন্—বাইট্যা কন্, মোটা কন্—সরু কন্—যেমনটি আপনেরা 'অর্ডার' দিবেন—ঠিক তেমনটি আমি 'সাপ্লাই' দিমু।

সমীর। না অনন্ত বাবু—এখানে আর সুবিধে হবে না। আপনি বরং অন্যত্র চেষ্টা করুন—

অনন্ত। কি যে কন! সবই তাঁর ইচ্ছা। তবে কইত্যাছি কি যে এক লগে তিন জনে বিয়া করলে পুরৈত আর ঘটকের কাম আমিই করতাম। কিন্তু 'ফি' লইতাম 'প্রাগু-কন্‌সেসান্' রেটে—মানে, ছয়ত্রিশ টাকা হইলেই সব হইয়া যাইত। তাই কইত্যাছি—এই সুযোগ ছাড়ন উচিত হইবো না।

সমীর। পরেশ, নরেশ তোরা অনন্ত বাবুর সাথে কথা বল্। আমি একটু বেরুবো। [প্রস্থান]

অনন্ত। অখন তো কেউ নাই। কানে কানে কইয়া ফ্যালান আপনেগো মতামতটা কি? না-না-না, লজ্জা করনের কিছু নাই। আমি আপনেগো সখা।

পরেশ। অনন্ত বাবু! আপনি ঐ নরেশের জন্যে একটু চেষ্টা করুন। ও বেচারা একেবারে মরমে মরে আছে।

অনন্ত। আপনেগো লেইগ্যা চেষ্টা করুম না? কি যে কন্!

পরেশ। না-না, প্রথমে ঐ নরেশের বিয়েটা ঠিক করুন। তারপর বুঝছেন না—ওর দুই একটা শ্যালিকা যদি থাকেন, তবে আমাদের জন্যে আর নতুন করে খোঁজাখুজি করতে হবে না—যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নেব।

অনন্ত। কন কি? একেবারে অরাজক কাণ্ড বাঁধাইয়া ছাড়বেন?

পরেশ। কোন গোলমাল হবে না—ফিসের টাকা আপনি ঠিকই পাবেন।

অনন্ত। তবে তো ঠিকই কইছেন। হরে মুরারে।

পরেশ। হরে মুরারে! আপনি তা হলে নরেশের সঙ্গে কথা বলুন। আমি এখন আসি—কি বলেন?

অনন্ত। কি আর কমু—সবই তাঁর ইচ্ছা! হরে মুরারে!

পরেশ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া] হরে মুরারে। [প্রস্থান]

অনন্ত। তাইলে আপনে বিয়া করবেন?

নরেশ। বিয়ে? না-না, বিয়ে আর ক'রবো না অনন্ত বাবু—

অনন্ত। ক্যান্—বিয়া করবেন না ক্যান্?

নরেশ। সে আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়ে গেছে অনন্ত বাবু—

অনন্ত। আপনের পরানে দাগা দিছে ?

নরেশ। হ্যাঁ অনন্ত বাবু। জলন্ত উনুনের সমস্ত আগুন আমার বুকে চেপে দিয়ে গেছে।

অনন্ত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ করছে কি ? বক্ষ পুড়াইয়া দিছে ! ঘাও হয় নাই তো ?

নরেশ। না, ঘা হয় নি বটে, তবে কি ব'লবো অনন্ত বাবু—তাকে দেখে অবধি—

অনন্ত। ও দেইখ্যা পুড়ছেন ? মানে প্রেমের আগুনে পুড়ছেন ? তাই কন্! আমি মনে করছি সত্য-সত্যই বুঝি কেউ আপনের বক্ষ আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিছে। ছাখছেন, বোঝনের ভুলে কি না হয় ?

নরেশ। আমার একটা কবিতা শুনবেন অনন্ত বাবু ?

অনন্ত। শুনুম না ক্যান ?—একশো বার শুনুম। অখন শোনন আর ছাখনই তো আমাগো কাম। তবে হ', বয়স কালে আমিও অনেক কবিতা লেখ্‌ছি। অখন পদ্য আর আছে না—সব গদ্য হইয়া যায় গা। হরে মুরারে ! লন, সুরু করেন—

নরেশ। [পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল]

কখনও দেখেছি তারে লেকের ধারে
কখনও দেখেছি তারে পার্কের মাঝারে,

কখনও দেখেছি কলেজের খাতা হাতে,
কখনও দেখেছি জ্যোৎস্না রাতের ছাতে।
এই তো সেদিন—
হোলি ছিল যেদিন,
পাড়ার ঐ বখাটে ছেলেটা এসে,
তার ঐ মুখে আবির দিল ঘসে।
সেদিন আবির ছিল আমারও হাতে,
ইচ্ছে ছিল শুভ্র ও মুখ রাঙিয়ে দিতে ;
কিন্তু দিইনি সাহস করে,
পাছে টেনে এক চড় মারে।

অনন্ত। হ' ঠিকই করছেন—খুব ভাল কামই করছেন। চড মারলেও মারতে পারে। আইজ কালকার মাইয়াগো কিছু কওন যায় না। যেই মুখে অখন আপনেরে কইবো—'প্রিয়', 'প্রিয়তম', 'প্রাণেশ্বর',—আবার অন্যের লগে ভাব হইলে সেই মুখেই আপনেরে কইবো—'নির্দ্দয়', 'নিষ্ঠুর', 'পাষণ্ড'। য্যান্ ব্যাবাক দোষ আপনেরই!

নরেশ। কিন্তু আমার এই বুকের ভেতরটা—

অনন্ত। জ্বইল্যা যাইত্যাছে, পুইড়্যা যাইত্যাছে? আ-হা-হা, আহেন—বুকে একটু হাত বুলাইয়া দেই।

[অনন্ত নরেশের বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।]

তাপস। [নেপথ্যে] কল্যানী। [ঢুকিয়া] এই যে নরেশ।

আরে, তোর বুকে আবার কি হ'লো ? অনন্তবাবু কখন এলেন ? [নরেশ ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল]

অনন্ত। তা আইছি অনেকক্ষণ।

তাপস। নরেশের বুকে হাত বুলাচ্ছিলেন কেন ? হয়েছে কি ওর ?

[তাপসের কাছে কিছু প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নরেশের দ্রুত প্রস্থান]

অনন্ত। [গমনরত নরেশের উদ্দেশ্যে] কমু না—কমু না—কিচ্ছু কমু না। [হঠাৎ বিপরীত দিকে ফিরিয়া তাপসের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই] না-না কমু—ব্যাবাক কইয়া ফ্যালামু—আপনেরে কি কিছু না কইয়া থাকতে পারি ? পরানডা এক্ক্যারে পুইড়া্যা যাইবো না ?

তাপস। ব্যাপারটা কি অনন্তবাবু ?

অনন্ত। ওনারে রোগে ধরছে।

তাপস। রোগে ধরেছে ? কি রোগ বলুন তো ? আমায় তো কিছু জানায় নি।

অনন্ত। বিলোচিত হইয়েন না তাপসবাবু—বিলোচিত হইয়েন না। তবে রোগটা রাজৈসিক। ফুস্‌ফুস্ জ্বইল্যা যায় গিয়া।

তাপস। রাজৈসিক ব্যাধি! ফুস্‌ফুস্ জ্বলে যায়! তবে কি যক্ষ্মা ?

অনন্ত। না—যক্ষ্মা না। তবে অনেকটা সেইরকমই। প্রেমরোগ—বড় জটিল ব্যাধি।

তাপস। ও হোঃ হোঃ হোঃ—তাই বলুন। আমি ভেবেছি না জানি কিই বা হ'লো।

অনন্ত। আপনে হাসত্যাছেন তাপসবাবু, কিন্তু জানেন না যে—এই রোগের লেইগ্যা আমরা এক্যারে বেকার হইয়া পড়ছি।

তাপস। সে কি?

অনন্ত। হ', আগের কালে বিয়ার ব্যাপারে পাত্র ও কন্যা পক্ষ ঘটকগো উপর নির্ভর করতো। বিয়ার সময় ঘটকরা টাকা পাইত। আর এইকালে কি হইছে ছাখছেন?

তাপস। কি?

অনন্ত। ঘরে ঘরে যুবক যুবতীরা এই রোগে ভুগত্যাছে। যারা ভুইগ্যা ভুইগ্যা 'সাক্‌সেসফুল' হইল, তারা তো নিজেগো বিয়া নিজেরা ঠিক কইর‍্যাই লইল—আর যারা 'ফেইলিওর' হইল, তারা হয় মনের দুঃখে আত্মহত্যা করলো, না হয় যে কয়দিন বাঁচলো—ঐ নিভু নিভু প্রেমের আগুনে পুইড়্যা পুইড়্যা ছাই হইয়া গেল। কিন্তু কেউই আমাগো ডাকলো না। তবেই বুঝত্যাছেন—ফিয়ের টাকাটাও মাইর গেল। এইবার কন্—আমরা বেকার হইয়া পড়ছি কিনা?

তাপস। তা সেই রকমই তো দেখছি। আপনি কি নরেশের বিয়ের ব্যবস্থা ক'রছেন নাকি?

অনন্ত। করুম না ক্যান্—একশোবার করুম। বিয়ার ব্যবস্থা করনইতো আমার 'মেইন' কাম। আর ষষ্ঠী পূজা, শ্রাদ্ধ,

অন্নপ্রাশন—এইগুলি হইলো 'সাইড বিজ্‌নেস'। যাই, দেখি গিয়া কিছু করতে পারি কিনা। তবে সহজে যে কিছু করতে পারুম বইল্যা ভরসা হয় না।

তাপস। কেন ?

অনন্ত। বোঝলেন না ? নাঃ আপনে এম, এ, পাশই করছেন, কিন্তু আপনের 'মেরিট্‌টা' অখনও চালু হয় নাই। না হউক, আমি বুঝাইয়া দিত্যাছি—শুনেন। নরেশবাবু মনের আগুনে নিজে পুইড়্যা মরবেন—তবু অপর পাত্রী বিয়া করতে রাজী হইবেন না। বোঝলেন না ? অখন যে উনি প্রেমরোগে ভুগত্যাছেন। এই রোগ অতি সাংঘাতিক। আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স—তখন আমি এই রোগে একবার ভুগছিলাম। যাউক গিয়া। আমি তাইলে অখন—হরে মুরারে। [প্রস্থান]

তাপস। [সজোরে] কল্যানী !—ও কল্যানী !

[আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে কল্যানীর প্রবেশ]

কল্যানী। তুমি কখন এলে ?

তাপস। এসেছি অনেকক্ষণ। এতক্ষণ অনন্ত বাবুর সাথে কথা বলছিলাম—তাই তোমাকে আর বিরক্ত ক'রবার সময় পাইনি।

কল্যানী। বিরক্ত না আরও কিছু। বোস, আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা করি।

তাপস। চায়ের চেয়েও আজ একটা মজার খবর আছে।

কল্যানী। কি—কি খবর ?

তাপস। কিন্তু তার আগে কথা দাও, খবরটা শোনার পর আমি যা চাইব—তাই দেবে ?

কল্যানী। আমার সাধ্যের মধ্যে হ'লে নিশ্চয়ই দেব।

তাপস। মিঃ সামন্ত—ঐ যার মেয়েকে আমি পড়াই—তিনি হিন্দুস্থান কলেজে আমায় একটা প্রফেসারী ঠিক করে দিয়েছেন। কালই তার 'জয়েনিং ডেট্'।

কল্যানী। তাহলে এতদিন পর একটা দুর্ভাবনা কাটলো।

তাপস। যার ঘরে স্বয়ং কল্যানী অধিষ্ঠাত্রী, তার অকল্যাণ কি কখন হতে পারে ?

কল্যানী। যাও !

তাপস। এবার তাহলে আমার অভিলাষ পূর্ণ করো দেবী !

কল্যানী। কি চাও বলো ?

তাপস। আমি চাই—তোমার ঐ রক্তিম অধরোষ্ঠে—

[কল্যানী তাপসের মুখে হাত চাপা দিল]

কল্যানী। ছিঃ ছিঃ, চারদিকে এত লোকজন—তোমার হ'লো কি ?

তাপস। [কল্যানীর হস্ত ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া] না কল্যানী, কথা তোমায় রাখতেই হবে, লক্ষ্মীটি।

কল্যানী। না-না, তা হয় না !

তাপস। লক্ষ্মীটি ! [কল্যানীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল। নেপথ্যে পরেশ—"বৌদি, ও বৌদি" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। কল্যানী দ্রুত তাপসের আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। অপর দ্বার দিয়া

পরেশ প্রবেশ করিল। তাপস ধপ্ করিয়া হতাশ ভঙ্গীতে নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল]

পরেশ। এই যে তাপস দা! আমার সেই 'বিজ্‌নেসের প্লানটা' একদম 'ম্যাসাকার' হয়ে গেল।

তাপস। আর এদিকে আমারও অনেক কিছু তুই 'ম্যাসাকার' করে দিলি। [তাপস গমনোদ্যত হইল]

পরেশ। আমি ?

তাপস। [যাইতে যাইতে] হ্যাঁ তুমি।

[মঞ্চ ঘুরিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত অনাথ আশ্রমের অফিস-কক্ষ। উপবিষ্টা মিসেস্ নিস্তারিনী আইচ অফিসের কাজে ব্যস্ত। আশ্রমের বেয়ারা আসিয়া একটি স্লিপ দিল। মিসেস্ আইচ অনেকক্ষণ ধরিয়া স্লিপটি দেখিলেন]

নিস্তারিনী। [স্বগতঃ] সমীর মৈত্র! কে এই সমীর মৈত্র? [প্রকাশ্যে] বাবু কোথায়?

বেয়ারা। আজ্ঞে বাইরে অপেক্ষা ক'রছেন।

নিস্তারিনী। দেখতে কেমন?

বেয়ারা। ভদ্রলোকের মতো।

নিস্তারিনী। ভদ্রলোকের মতো?

বেয়ারা। আজ্ঞে হ্যাঁ। পরনে ফিন্‌ফিনে ধুতি, লম্বা কোঁচা, গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে লপেটা, হাতে ঘড়ি, মুখে সিগ্রেট, চোখে চশ্‌মা। তাহলে আপনিই বলুন—ভদ্রলোক হতে আর বাকি রইলো কি?

নিস্তারিনী। থাম্—বাবুকে বল্ যে আমি নেই।

[বেয়ারা গমনোদ্যত]

নিস্তারিনী। শোন্! [বেয়ারা ফিরিল] বাবুকে ভেতরে পাঠিয়ে দে।

বেয়ারা। বাবু যদি ভদ্রলোক না হয়?

নিস্তারিনী। তোকে যা ব'ললাম তাই কর্।

বেয়ারা। বাবু—ও বাবু! মা ডাকছেন—

[প্রস্থানোদ্যত]

নিস্তারিনী। আঃ, বাইরে গিয়ে বল্।

[বেয়ারার প্রস্থান]

[নিস্তারিনী দেবী তাড়াতাড়ি ভ্যানিটী ব্যাগ খুলিয়া একটু প্রসাধন সারিয়া লইলেন। পরে গম্ভীরভাবে নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। সমীর প্রবেশ করিল]

সমীর। নমস্কার !

নিস্তারিনী। নমস্কার। ও আপনি ? স্লিপে নাম দেখে আমি চিনতেই পারিনি।

সমীর। চিনতে না পারাটা এমন কিছু অন্যায় হয় নি। কারণ আপনি সেদিন আমার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন— আমার নামের সঙ্গে নয়।

নিস্তারিনী। যাক্—কি মনে করে ?

সমীর। বলছি। বসতে পারি কি ?

নিস্তারিনী। চেয়ারটা তো খালিই রয়েছে।

সমীর। ও হ্যাঁ। [বসিল]

নিস্তারিনী। তারপর কল্যানীর খবর কি ? তারা সব কেমন আছে ?

সমীর। ভালই আছে। ওঃ, সেদিনের ঘটনাটা মনে করলে আজো শিউরে উঠতে হয়। আচ্ছা নিস্তারিনী দেবী ! এমন ভাবে আপনি কত মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছেন ?

নিস্তারিনী। সর্ব্বনাশ !

সমীর। হ্যাঁ।

নিস্তারিনী। সেই হিসেব নেবার জন্যেই বুঝি আজ এখানে এসেছেন ?

সমীর। না, এসেছি সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই। তবে—

নিস্তারিনী। [গম্ভীরভাবে] তবে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অভ্যস্তা নই। কারণ এ পর্য্যন্ত এভাবে কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। সুতরাং—

সমীর। সুতরাং আপনি ব'লবেন না—এই তো ?

নিস্তারিনী। হ্যাঁ—আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাক্, আপনি আসতে পারেন। আমি একটু ব্যস্ত আছি। নমস্কার।

[নিজের কাজে মন দিলেন]

সমীর। আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন নিস্তারিনী দেবী। কিন্তু সত্যি বলছি, আপনাকে উপহাস ক'রতে বা আপনার সম্মানে আঘাত দিতে আমি এখানে আসিনি।

নিস্তারিনী। না, তা আসেন নি সত্যি। এসেছেন, আমি এখানে বসে রোজ কত মেয়ের সর্ব্বনাশ করি—তার হিসেব নিতে। তাই না ?

সমীর। নিস্তারিনী দেবী।

নিস্তারিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনারা বাইরে থেকে কেবল আমাদের দোষই দেখেন। কিন্তু একবারও চিন্তা করে দেখেন না—এ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় আছে কিনা ? আচ্ছা, এত লোক থাকতে আপনারই বা এই আশ্রমের উপর এত দরদ কেন ?

সমীর। আপনার মতো হৃদয়হীনা নারী তা বুঝতে পারবে না।

নিস্তারিনী। ও তাই নাকি ? আমি হৃদয়হীনা ?

সমীর। হ্যাঁ তাই। দিনের পর দিন আপনি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন এই আশ্রমের উপর। আপনার

স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ ক'রলেও আপনি তাদের টুঁটি চেপে ধ'রছেন। তবুও বলতে চান—আপনি হৃদয়হীনা নন? আচ্ছা নিস্তারিনী দেবী! আজ যদি আপনার নিজের কোন মেয়ে থাকতো?

নিস্তারিনী। আমার মেয়ে! আমার যদি মেয়ে থাকতো? [অন্যমনস্ক ভা'বে] বেশ সুন্দর ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে—

[নেপথ্যে বালিকা কণ্ঠে 'মা-মাগো' ডাক শোনা গেল]

নিস্তারিনী। [স্বগতঃ] মা—মাগো! কিন্তু—কিন্তু—[প্রকাশ্যে] এঁ্যা! আমার মেয়ে?

সমীর। হঁ্যা। তাহলে কি পারতেন, তাকে টাকার বিনিময়ে ঐ গড়গড়ির মতো একটা অক্ষমের হাতে তুলে দিতে?

[নেপথ্যে পুনরায় "মা—মাগো! কিছু ভিক্ষে দাও মাগো"—ডাক শোনা গেল]

নিস্তারিনী। [বিরক্তভাবে] মা—মা—মা! আমি যেন ওর মা! এই বেয়ারা! কিছু ভিক্ষে দিয়ে দে ওকে।

[নেপথ্যে বেয়ারা—'দিচ্ছি মা']

সমীর। সেদিনের সে ঘটনা --

নিস্তারিনী। না-না, আপনি থামুন! আপনি অন্য কথা বলুন সমীর বাবু! বলুন, কেন আপনি এখানে এসেছেন?

সমীর। আমি এসেছি সহজ বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে। আপনার সহকর্ম্মী হতে—নতুন আদর্শে এই আশ্রমকে গড়ে তুলতে।

নিস্তারিনী। আপনি আমাদের সহকর্ম্মী হবেন?

[নিস্তারিনী দেবী হাসিলেন। হাসির মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের একটী গভীর বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল]

সমীর। দোষ কি? পিতৃমাতৃহীন শত সহস্র অনাথকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার যে দায়িত্ব, তার সামান্যতম অংশও যদি গ্রহণ করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে ক'রবো।

নিস্তারিনী। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে আপনি কি পাবেন জানেন?

সমীর। কি?

নিস্তারিনী। সমাজের তাচ্ছিল্য, আত্মীয়-স্বজনের ঘৃণা, বন্ধু-বান্ধবের বিরুদ্ধ সমালোচনা আর অসহযোগীতা। যে তাচ্ছিল্য আপনার আদর্শকে বিচলিত করবে—যে ঘৃণা আপনার সুস্থ মনোবৃত্তিকে বিকৃত করবে—যে অপমান আর কুৎসিত সমালোচনা আপনার সহজ সরলতাকে কুৎসিত আবরণে ঢেকে দেবে। যেমন অতীতে কোন এক গ্রামের জমিদার নন্দনের অন্তঃপুরবাসিনী বধু তুচ্ছ কারনে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে—নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল এই অনাথ আতুরদের সেবায়। কিন্তু পেরেছিল কি? পুর্ণ হয়েছিল কি সেই বধুর মনস্কামনা? না—হয়নি। সে তার নিজের দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা করেও এগিয়ে এসেছিল বুকভরা স্নেহ ভালবাসা নিয়ে অনাথ আতুরদের যন্ত্রণা দুর করতে। কিন্তু কোথায় রইলো তার আদর্শ—সেই মহৎ সঙ্কল্প? লোকের তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, অবজ্ঞা আর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়

সেই স্নেহময়ী জমিদার বধূ রূপান্তরিত হ'লো হৃদয়হীনা, বিভীষিকাময়ী এক নারীমূর্ত্তি—এই নিস্তারিনী আইচে।

সমীর। নিস্তারিনী দেবী! আপনি কি ব'লছেন?

নিস্তারিনী। আশ্চর্য্য হচ্ছেন? এর চেয়েও আশ্চর্য্য হবার অনেক কিছু আছে সমীর বাবু—যা যুগ যুগ ধরে তথাকথিত ভদ্র সমাজের চোখের আড়ালেই রয়ে গেছে। আপনি এই পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যে নাই বা পা বাড়ালেন!

সমীর। তা হয় না। যে রহস্যের মায়াজালে আজ আমাদের সমাজ জীবন আচ্ছন্ন, যার ফলে সমাজের বুকে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমাজ—যেখানে এক সমাজের মানুষ অন্য সমাজের মানুষকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে,—আমাকে দেখতে হবে কেন এই ঘৃণা—কিসের এই অবজ্ঞা? দেখতে হবে কি সে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে সমাজের প্রতিটি স্তরে? এর জন্যে আমি পঙ্কিল আবর্ত্তকে ভয় করি না। আমি দেখতে চাই—দেখাতে চাই—যে পঙ্কেই জন্মে পঙ্কজ।

নিস্তারিনী। আপনি পুরুষ—আপনি হয়তো লোক অপবাদ উপেক্ষা করেও কাজ ক'রতে পারেন। কিন্তু আমি?

সমীর। শত সহস্র লোক অপবাদ মাথা পেতে নিয়েও আপনাকে আপনার কর্ত্তব্য করে যেতে হবে।

নিস্তারিনী। জীবনে বহুলোকের কাছেই অযাচিত উপদেশ আমি পেয়েছি সমীর বাবু। কিন্তু চরম বিপদের দিনে কারও সাহায্য পাইনি। এই আশ্রম পরিচালনার জন্যে দ্বারে

দ্বারে ঘুরেছি সাহায্যের আবেদন নিয়ে। কিন্তু নিঃস্বার্থ-ভাবে, সহানুভূতির সঙ্গে, খুব কম লোকই এগিয়ে এসেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কটূক্তি শুনে ফিরে আসতে হয়েছে—প্রতারিত হতে হয়েছে।

সমীর। আপনি বোধহয় আমাকে ভুল বুঝছেন নিস্তারিনী দেবী—

নিস্তারিনী। না—আপনাকে ভুল বুঝিনি। আপনার চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় আমি পেয়েছি কল্যানীর বিয়ের রাত্রে। কিন্তু ঐ রাত্রে আপনি আমার যে পরিচয় পেয়েছেন—তা অতি লজ্জার, ঘৃণার। এ পরিচয় আগে আমার ছিল না। আপনার মত সহৃদয় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি সেদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াত—তবে বোধহয় আমার হৃদয়বৃত্তিগুলো এভাবে শুকিয়ে যেত না।

সমীর। আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি নিস্তারিনী দেবী—আপনি ইচ্ছে করে এত নীচে নামেন নি। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই আপনাকে নীচে নামতে বাধ্য করেছে।

নিস্তারিনী। আমি—আমি এখন কি ক'রবো বলতে পারেন?

[রুদ্ধ আবেগে কাঁদিয়া উঠিলেন]

সমীর। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি শুধু এই আশ্রমের সমস্ত ভার আমায় দিন। আমি এই আশ্রমকে গড়ে তুলবো। এমন আদর্শে গড়ে তুলবো, যাতে ভবিষ্যতে লোকে এই আশ্রমকে শ্রদ্ধাই করবে—ঘৃণা করবে না। আর এখানে থেকে যারা মানুষ হবে, তারা মানুষই হবে—অমানুষ হবে না।

নিস্তারিনী। বেশ। আজ থেকে এই আশ্রম গড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্বই আপনার উপর রইলো। আপনি একে যেভাবে খুসী, যেমনভাবে খুসী গড়ে তুলুন। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবেন না। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমি আজ বড় ক্লান্ত। [বেগে প্রস্থানোদ্যত]

সমীর। নিস্তারিনী দেবী! কোথায় চ'ললেন?

নিস্তারিনী। এঁ্যা। আমি? [উদ্‌ভ্রান্তের মতো] আমার কাজ ফুরিয়েছে। আমি এখানে থাকলে আপনার আরব্ধ কাজে হয়তো বাধারই সৃষ্টি হবে—যে বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়তো আপনি সক্ষম হবেন না। জানেন না—শত শত লোকের অভিসম্পাত রয়েছে আমার পিছনে।

সমীর। না-না-না, সেকি?

নিস্তারিনী। সমীরবাবু! এতদিন যে পাপ আমি করেছি, সেই পাপের বোঝা নিয়ে, কি করে আমি এই নতুন আশ্রমে থাকবো? আপনি গড়বেন নতুন আশ্রম—নতুন সমাজ। যেখানে সবাই হবে সুখী—সেখানে আমার—না-না, আমার থাকা চলে না।

সমীর। নিস্তারিনী দেবী!

নিস্তারিনী। জীবনে কোনদিন শান্তি পাইনি। আশ্রমের কাউকেও শান্তিতে থাকতে দিইনি। আপনি আশ্রমের শান্তি ফিরিয়ে আনুন—যাবার বেলায় এই কামনা করি।

[প্রস্থানোদ্যত]

সমীর। আর কি আপনি ফিরে আসবেন না?

নিস্তারিনী। হ্যাঁ ফিরে আসবো সেদিন—যেদিন আবার আমি ফিরে যেতে পারবো আমার অতীত পরিচয়ে। [প্রস্থান]

[পর্দ্দা নামিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রূপনগরের জমিদার বাড়ীর অলিন্দ। চতুর্দ্দিকেই কেমন অগোছাল ভাব। পূর্ব্বের পরিপাটি রূপ বর্ত্তমানে আর দৃষ্ট হয় না। একটি আরাম কেদারায় নির্ম্মলাদেবী অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন এক গ্রামের মোড়ল কাশীনাথ কথা বলিতেছে। জানালা দিয়া ম্লান সন্ধ্যার নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাইতেছে]

নির্ম্মলা। কিন্তু কাশীনাথ! আমি কি করতে পারি বলো?

কাশীনাথ। তাতো জানিনে মা। তবে আপনি আমাদের মা-বাপ। আমাদের দুঃখের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে জানাবো মা?

নির্ম্মলা। দুঃখের কথা জানাবে বইকি। কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় না থাকলে—শুধু দুঃখের কাহিনী শুনলে তো তোমাদের কোন লাভ হবে না।

কাশীনাথ। লাভ লোকসান জানিনে মা। গ্রামের সবাই আমাকে মোড়ল বলে মানে। তাদের অভাব অভিযোগ আমাকে জানায়। আমি নিজে যা পারি সাহায্য করি—আর যা না পারি সে সব আপনার কাছে পেশ করি। কিন্তু এ সমস্যার আমি কিছু ঠিক করতে পারিনি; তাই আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি এখন কি করবেন নিজেই বিবেচনা করুন।

নির্ম্মলা। গ্রামের লোক কি বলে ?

কাশীনাথ। কি আর বলবে ? তাদের অবস্থার কথা আর ব'লবার মতো নেই মা। গত বছর বৃষ্টি না হওয়ায় ধান হয়নি। এ বছরও এখন বৃষ্টি হ'ল না। যে যা বুনেছিল সব ঝল্‌সে গেল। পুকুর, কুয়ো, সব শুকিয়ে গেছে। সর্ব্বত্রই মড়ক লেগেছে। মানুষ তো মরছেই—তা ছাড়া গরু বাছুরও। হালের বলদ মরে গেলে আমরা আর কি নিয়ে বেঁচে থাকবো মা ?

নির্ম্মলা। কাশীনাথ। তুমি তোমার মনিবের কাছে তোমাদের দুঃখ জানালে বটে, কিন্তু সে যে এই দুঃখ দূর ক'রতে অক্ষম। [কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর] আমাদের দেশে এখনও সে রকম ব্যবস্থা হয়নি যে ইচ্ছে মতো বৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারবো। কাজেই ভগবানই ভরসা। আমিও ডাকি—তোমরাও তাঁকে ডাক। যদি তিনি থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের দুঃখ দূর ক'রবেন।

কাশীনাথ। বেশ মা—আপনার হুকুম মতোই আমরা কাজ ক'রবো। দেখি তিনি কি করেন ?

[দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

নির্ম্মলা। জ্বলবে না ?—সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে—যেমন দিনরাত্রি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু তবু আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি। মা হয়েও স্নেহের দুর্ব্বলতায় সন্তানকে ত্যাগ করতে পেছপা হইনি। জ্বলুক—আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে ছাই হয়ে যাক।

কিন্তু ভগবান! তুমি এই নিরীহ গ্রামবাসীদের দয়া করো। ওদের আর কষ্ট দিও না। তুমি ছাড়া যে ওদের দেখবার আর কেউ নেই। শান্ত করো—শান্ত করো ওদের এই দহন-জ্বালা।

[নেপথ্যে যদুপতি—"আসতে পারি মা?"]

নির্ম্মলা। কে, নায়েব মশাই?

[নেপথ্যে—"আজ্ঞে হ্যাঁ মা। একটু দরকারে—"]

নির্ম্মলা। ভেতরে আসুন।

[যদুপতির প্রবেশ]

যদুপতি। বাহাত্তর নম্বর খতিয়ানের ছয়শত ছেচল্লিশ দাগের জমিটার কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম মা—

নির্ম্মলা। ও বিষয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবেন না। যা ভাল মনে করেন—করুন।

যদুপতি। এভাবে সব কাজ আপনি ছেড়ে দিলে একদিন যে জমিদারী রক্ষা করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে মা।

নির্ম্মলা। তা পড়ুক। সব কিছু উচ্ছন্নে যাক্। আমাকে আর আপনারা বিরক্ত ক'রবেন না। যা নিজেরা বুঝতে পারেন, ক'রতে পারেন—তাই ক'রবেন। না পারেন—ছেড়ে দেবেন। আমি কিছু জানিনে।

যদুপতি। কিন্তু এইভাবে—

নির্ম্মলা। আঃ, আপনারা কি আমায় একটু একা থাকতেও দেবেন না?

যদুপতি। আচ্ছা—আমি যাচ্ছি মা। [প্রস্থানোদ্যত]

নির্ম্মলা। নায়েব মশাই!

যদুপতি। [ফিরিয়া] আজ্ঞে—

নির্ম্মলা। আচ্ছা নায়েব মশাই, বলতে পারেন—সন্তান বড়, না বংশ-মর্য্যাদা বড়?

যদুপতি। তাতো আমি ঠিক বলতে পারবো না মা।

নির্ম্মলা। [বিরক্ত হইয়া] এই সামান্য কথাটারও উত্তর দিতে পারেন না—তবে আছেন কি ক'রতে?

যদুপতি। এঁ্যা! হ্যাঁ-হ্যাঁ—সত্যিই তো, এই সামান্য কথাটার উত্তর দিতে না পারলে কি জন্যে এখানে আছি—কেনই বা আপনাদের অন্ন ধ্বংস করছি?

নির্ম্মলা। অন্ন ধ্বংসের প্রশ্ন উঠছে না। যা জিজ্ঞাসা করছি—তারই জবাব দিন। সন্তান বড়, না বংশ-মর্য্যাদা বড়?

যদুপতি। আমি!

নির্ম্মলা। পারবেন না—তা জানি। শুনে যান—বংশ-মর্য্যাদাই বড়। বুঝলেন?

যদুপতি। আচ্ছা। [চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কি ভাবিয়া ফিরিয়া] কিন্তু মা, শিবরাত্রির সলতের মতো যে বংশের একটি মাত্র ছেলে পিতৃ-পিতামহের বংশকে বাঁচিয়ে রেখেছে—সে ক্ষেত্রেও কি একই উত্তর হবে?

নির্ম্মলা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই হবে।

যদুপতি। কিন্তু মা, ঐ একটি ছেলেই যদি না রইলো, তাহলে কোথায় রইলো বংশ? আর বংশই যদি না রইলো, তাহলে কোথায় রইলো তার মর্য্যাদা?

নির্ম্মলা। এঁ্যা! না-না-না, আপনি যান—আপনি যান নায়েব মশাই—আপনি আমার সব কিছু গোলমাল করে দিচ্ছেন।

যদুপতি। আচ্ছা মা—আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

নির্ম্মলা। তবে কি সন্তানই বড়? [ধীরে ধীরে স্বামীর তৈলচিত্রের সামনে আসিয়া] ওগো! তুমি ব'লেছিলে—তোমার পূর্ব্বপুরুষের বংশ-মর্য্যাদা আমি যেন ক্ষুন্ন হতে না দিই। হঁ্যা দেখ—আমি তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ওগো! শোন, তাপস—তোমার তাপস, একটি ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মেয়েটি পরিচয়হীনা, অজ্ঞাতকুলশীলা। তাই আমি তাদের গ্রহণ করিনি—আমি তাদের বরণ করে নিইনি। আমার একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূকে ঘরে স্থান দিইনি। তারা অভুক্ত অবস্থায় ফিরে গেছে। জানো, সে আমার উপর অভিমান করে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

[হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় তৈলচিত্রটি মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের কাগজপত্র সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বাহিরে ঝড় ও মেঘ গর্জ্জনের শব্দ হইতে লাগিল]

এঁ্যা-এঁ্যা—একি-একি! তুমিও কি আমার উপর অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে নিলে? না-না, তা হতে দেব না। আমার তো কোন দোষ নেই। আমি যে তোমারই আদেশ পালন করেছি। চুপ করে থেকো না। বলো-বলো—আমায় উপায় বলে দাও। পাঁচ বছর—আজ

পাঁচ বছর ধরে আমি অন্তর্জ্বালায় জ্বলছি। আর যে আমি সহ্য করতে পারছি না। [বাহিরে ঘন ঘন বজ্র পাতের শব্দ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। বিদ্যুৎ-চকিত আলো মাঝে মাঝে দেওয়ালে টানানো তাপসের ফটোর উপর আসিয়া পড়িতেছে।] কে—কে! খোকা! খোকা! আমার এই অবস্থা দেখে তুইও কি আমায় ব্যঙ্গ ক'রছিস? খোকা। না-না-না, তুই ওভাবে হাসিস নে। তোর ঐ হাসিকে আমার বড় ভয় করে। ঐ হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে বিজয়ীর গৌরব। তবে কি আমি হেরে গেছি? না-না, আমি হারিনি—কিছুতেই হারি নি। খোকা! বন্ধ কব— বন্ধ কর তোর ঐ হাসি। আমার বড় ভয় করে—বড় ভয় করে।

[যদুপতির প্রবেশ]

যদুপতি। আর ভয় নেই মা! বৃষ্টি সুরু হয়েছে। এবার গ্রাম বাঁচবে। বৃষ্টি দেখে বড় আশা হচ্ছে মা—রূপনগর বোধ হয় আবার তার আগের রূপ ফিরে পাবে।

নির্ম্মলা। রূপনগর তার পুর্ব্বরূপ ফিরে পাবে। কিন্তু নায়েব মশাই, আমি কি ফিরে পাব আমার খোকা?—না-না-না, কিছু না—আপনি যান—আপনি যান নায়েব মশাই।

[যদুপতির প্রস্থান। বাহিরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের শব্দ হইতেছে]

নির্ম্মলা। এমনও তো হতে পারে—কোন অত্যাচারিতা, অবহেলিতা অসহায়ার অভিশাপ-অশ্রু এই বৃষ্টি। আজ হয়তো সেই

অসহায়ার অভিশাপ-অশ্রুজলের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে রূপনগরকে। বেশ-বেশ, তাই করো—তাই করো। হে অপমানিতা—হে লাঞ্ছিতা। তোমার পুঞ্জীভুত বেদনার অশ্রুতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও রূপনগরের সমস্ত ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য। তোমার উপর অবিচারের প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও—

[হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় ঘরের আলো নিভিয়া গেল]

[মঞ্চ ঘুরিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত অনাথ-আশ্রমের সুসংস্কৃত, সুসজ্জিত প্রাঙ্গন। আজ আশ্রমের পঞ্চ-বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইতেছে। বিরাট প্রাঙ্গনের একদিকে রহিয়াছে বক্তৃতা মঞ্চ ও তাহার সম্মুখে কতগুলি বেঞ্চ। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলেই উপবেশন করিয়াছেন। সববেত সঙ্গীত শেষে সমীর বক্তৃতা মঞ্চে উঠিল]

সমীর। সম্মানিত অতিথিগণ—উপস্থিত ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! আজ এই আশ্রমের পঞ্চ-বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস। আজকের এই দিন আমাদের আশ্রমের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। তাই প্রতি বৎসরই আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধাভরে। আপনারা হয়তো শুনে সুখী হবেন যে, স্বনামধন্য দেশনেতা শ্রীযুত প্রভাত চন্দ্র মজুমদার ম'শায় আজ আমাদের এই সভায় উপস্থিত আছেন। আমি এই আশ্রমের পক্ষ থেকে মজুমদার ম'শায়কে আজকের এই সভায় পৌরহিত্য ক'রবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

[জনতার হাততালি। সমীর মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিল]

পরেশ। আমি আমাদের সহকর্ম্মী সমীর মৈত্রের প্রস্তাব সর্ব্বান্ত-করণে সমর্থন করছি।

[আবার হাততালি। মঞ্চের পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট প্রভাতবাবু ধীরে ধীরে মঞ্চে আরোহণ করিলেন। নরেশ তাহাকে একটি ফুলের মালা পরাইয়া দিল। আবার হাততালি]

প্রভাতবাবু। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, ভাই ও ভগ্নীগণ! আজ আপনারা যে কঠিন দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ক'রলেন—সেই দায়িত্ব পালনে আমি কতখানি সক্ষম তা আপনারাই বিচার ক'রবেন। আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে আজ আমি এই সভা পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ ক'রলাম।

[সমীর সভাপতিকে সভার কার্য্যক্রম বুঝাইয়া দিল। তিনি কাগজ দেখিয়া] আশ্রমের সম্পাদকের বিবৃতি—

[সমীর বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া আসিল]

সমীর। শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ! আজ আমি বক্তৃতা দেবার জন্যেই আপনাদের সামনে দাঁড়াই নি। আমি আজ এসেছি এই আশ্রমের বিগত পাঁচ বৎসরের কার্য্যবিবরণী দিতে। বিগত পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে এমনই একটা দিনে আমাদের এই আশ্রমের বর্ত্তমান কাঠামোর সৃষ্টি। তারপর বহু দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে এই আশ্রম এগিয়ে চলেছে তার উদ্দেশ্যকে সফলতায় ভরে দিতে। অবশ্য উদ্দেশ্য সফল হবার মূলে রয়েছে আশ্রমবাসীদের 'মানুষের মাঝে মানুষের মতো বাঁচার' আন্তরিক দাবী। এই আশ্রম পুর্ব্বে কেবলমাত্র জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করেই পরিচালিত হ'তো। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে বর্ত্তমানে এই আশ্রম স্বাবলম্বী হ'তে পেরেছে। বর্ত্তমানে আমাদের আশ্রমের মধ্যে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি কুটীরশিল্প। এই কুটীরশিল্প

থেকে প্রয়োজন মত সমস্ত খরচ করেও উদ্‌বৃত্ত অর্থ দিয়ে আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি একটি স্কুল ও একটি হাসপাতাল। আমরা আশা করি, এই ক্ষুদ্র শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে ভবিষ্যতে বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যাবে—অবশ্য যদি আপনাদের এতে প্রকৃত সহানুভূতি থাকে। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন—অতীতে যে সমস্ত অনাথরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে ক'রতো, যারা অসৎ সঙ্গের প্রভাবে লোকের পকেট কাটতো, গুণ্ডামী ক'রতো—এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তারাই আজ প্রাণ। অতীতের সমস্ত কালিমা তারা আজ মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অতীত আজ তাদের কাছে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। ভবিষ্যতই আজ তাদের চরম আকর্ষণ। তারা এখন সহজ সুন্দর জীবনের প্রয়াসী।

[সমীর মঞ্চ হইতে অবতরন করিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা গেল। প্রভাতবাবু মঞ্চে উঠিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন]

প্রভাত বাবু। সুধীবৃন্দ! আমার পূর্ব্বতন বক্তা এই আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমীর মৈত্র মহাশয়ের মধ্য দিয়ে আমরা এই আশ্রমের বর্ত্তমান রূপ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারনা করতে সক্ষম হয়েছি। সমীরবাবু যে পরিকল্পনা নিয়ে এই আশ্রমকে গঠন করেছেন—তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সমীরবাবু জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে এই আশ্রমকে যে আরো বিরাটাকারে গড়ে তুলতে

পারবেন এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশের এই চল্‌তি সমাজ জীবনে পুনর্গঠনের দিন সমাগত। আজ শুধু বক্তৃতা দেবার দিন নয়। আজ প্রকৃত কাজ ক'রবার দিন। বর্ত্তমান যুগকে আমরা কর্ম্মের যুগ বলতে পারি। আজ যারা ভোট নিয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়েছেন—জনসাধারণের কাজ ক'রবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তারা যেন জনসাধারণকে কেবল-মাত্র 'ক্যারেক্‌টার সার্টিফিকেট' কিংবা কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিষের 'পারমিট' করে দিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ না করেন, এই আমার অনুরোধ। আজ আমাদের চেয়ে দেখতে হবে সমাজের প্রতি অন্ধকারময় কোণে, যেখানে দুঃসহ যাতনার চক্র-নিষ্পেষনে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছে—হারিয়ে ফেলছে সামাজিক শৃঙ্খলা। সেইখানেই আজ আমাদের জ্বালতে হবে আলো। ঐ সব হতভাগাদের প্রাণেই আজ আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে মনুষ্যত্ববোধ। গড়ে তুলতে হবে নতুন সমাজ—যেখানে কোন শ্রেনীবিচ্ছেদ থাকবে না—যেখানে মানুষ মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

[প্রভাতবাবু মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন। জনতা হাততালি দিতে লাগিল। এমন সময় অনন্ত বাড়ুজ্জে প্রবেশ করিল]

অনন্ত। বাঃ, সবই অদ্ভুত। লোক মরত্যাছে জলে ডুইব্যা, আর আপনেরা এইখানে বইয়া মনের আনন্দে হাততালি দিত্যাছেন ?

সমীর। কি হ'লো অনন্তবাবু ?

অনন্ত। কি আর হইবো—বান ডাকছে।

পরেশ। বান!—মানে বন্যা ?

অনন্ত। বান আর বইন্যা একই কথা।

সমীর। সে তো বুঝলাম—কিন্তু কোথায় বন্যা হ'লো ?

অনন্ত। ঐ যাঃ, বান ডাকছে কই তাতো জিগাই নাই। আচ্ছা, একটু সবুব করেন—আমি অখনই জিগাইয়া আইত্যাছি। [দ্রুত প্রস্থানোদ্যত। হঠাৎ দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া] আইত্যাছে—এই দিকেই আইত্যাছে।

পরেশ। কি আসছে ?—বন্যা ?

অনন্ত। হ'—না-না, তাপসবাবু।

[তাপসের প্রবেশ]

তাপস। এই যে সমীর! আজ তোদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে আমি সত্যিই দুঃখিত।

সমীর। তোর মুখ-চোখ শুক্‌নো কেন তাপস ? তোর কি শরীর ভাল নেই ?

তাপস। না-না, শরীর ভালই আছে। ভাল নেই মন। পড়ে গ্যাখ—[সমীরকে একটি সান্ধ্য সংবাদ পত্র দিল]

সমীর। [জোরে পাঠ করিল] "রুদ্ররূপী ব্রহ্মপুত্রের কবলে রূপনগর ও ফুলতোড়া"।

পরেশ। সমীর! ঐখানে না তোদের বাড়ী ?

তাপস। হ্যাঁ। এই দুই হতভাগারই বাড়ী ঐ জায়গায়।

নরেশ। তাহলে উপায় ?

তাপস। উপায় আর কিছু নেই। হ্যাঁ সমীর! আমি আজই আমার কলেজের জনকয়েক ছাত্র নিয়ে ঐ বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে রওনা হচ্ছি। আর হ্যাঁ—কল্যানীও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

নরেশ। আমরাও যাবো তাপসদা।

তাপস। না-না, এই বিপদের মাঝে তোরা আবার কেন ?

পরেশ। তুমি ও কল্যানী বৌদি হাসতে হাসতে যে বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো—আমরা কি তা পারবো না ভাবছো ?

তাপস। না-না, তা নয়। ওহো! আমি ভুলেই গেছি সমীর—তোদের মিটিং-এর কাজ শেষ কর।

[সমীর সভাপতির নিকটে গিয়া অত্যন্ত নিম্নস্বরে কি যেন বলিল। প্রভাতবাবু আবার মঞ্চে উঠিয়া]

প্রভাতবাবু। অনিবার্য্য কারণবশতঃ আমাদের আজকের সভা এখানেই সমাপ্ত হ'লো। [মঞ্চ হইতে নামিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে] সমীরবাবু! আজ তাহলে আমি আসি। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, আপনারা যদি এই বন্যার 'রিলিফের' কাজে যান—তাহলে দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। আমিও আপনাদের সঙ্গী হতে পারি। নমস্কার!

সমীর। নমস্কার। [প্রভাতবাবুর প্রস্থান]

তাপস। আচ্ছা, আমিও চলি তবে—

নরেশ। আমরাও কিন্তু যাবো তাপসদা—

তাপস। তোরা কেন যাবি ?

পরেশ। ওসব কিছু শুনতে চাইনে। আমরা যাবই।

তাপস। [একটু ভাবিয়া] বেশ চল্। কিন্তু আর দেরী নয়। মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে সব গুছিয়ে ষ্টেশনে রওনা হতে হবে। আচ্ছা, চলি তাহলে। সমীর! আয় আমার সঙ্গে।

[একমাত্র অনন্ত ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান। সে প্রথমে তাপসের দিকে প্রস্থানোদ্যত হইল। কিন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া আশ্রমের দিকে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাও মনঃপুত হইল না। অবশেষে ষ্টেজের মাঝখানে আসিয়া]

অনন্ত। নাঃ, আমি অখন কই যাই ? এইদিকে অনাথ-আশ্রম —আর ঐদিকে বইন্যা। অনাথ হমু ?—না-না। তবে কি ভাইস্যাই যামু ?—না-না—এই বা কেমনতর কথা! তবে অনাথ হওনের থেইক্যা ভাইস্যা যাওন ভালো—এঁ্যা! কিন্তু ডুইব্যা যাওন তো ভালো না। [সম্মুখে অগ্রসর হইল] আরে! আপনেরা বইয়া আছেন—তাতো লক্ষ্য করি নাই। যাউক গিয়া, আমি তাইলে এইখানে বইয়াই একটু বিশ্রাম কইর‍্যা লই।

[মঞ্চ ঘুরিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বন্যায় রূপনগর ভাসিয়া গিয়াছে। দু' একটী উঁচু ঢিবিতে গ্রামবাসীগণ আশ্রয় লইয়াছে। একটী টিলায় নির্ম্মলাদেবী ও যদুপতি আশ্রয় লইয়াছেন। যদুপতির আট বৎসরের পুত্র বাবু ভিন্ন তাহার পরিবারের আর কেহই জীবিত নাই। নির্ম্মলা দেবীরও ধন, ঐশ্বর্য্য বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। দু'জনেই শোকে মর্ম্মাহত। কয়দিন উপর্য্যুপরি অনাহারে ও দুঃশ্চিন্তায় দু'জনেরই শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাবু নির্ম্মলার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে]

বাবু। বাবা—ও বাবা! বড্ড খিদে পেয়েছে যে—

যদুপতি। আর একটু সবুর কর্ বাবা—

বাবু। আর আমি পারছি না।

নির্ম্মলা। আর পারবেই বা কি করে? একে জ্বর, তার উপর কাল থেকে তো বাছার পেটে কিছু পড়েনি। নায়েব ম'শাই!

যদুপতি। আজ্ঞে—

নির্ম্মলা। আজ জল একটু কমেছে, না?

যদুপতি। সেই রকমই তো মনে হচ্ছে মা—

নির্ম্মলা। আর জল কমেই বা লাভ কি! বাড়ুক—যত পারে বাড়ুক। ভাসিয়ে নিয়ে যাক্—ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক্ সব।

যদুপতি। ভাসিয়ে নিয়ে যাবার আর বাকী কি আছে মা? দূরে

তাকিয়ে দেখুন দেখি—কোন বাড়ীঘরেব চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন ?

নির্ম্মলা। আচ্ছা নায়েব ম'শাই ! জল কমে গেলে আমরা কি ক'রবো ? কি করে আমাদের চ'লবে ?

যদুপতি। বেঁচে যদি থাকি মা, একটা কিছু ক'রতে তো হবেই। চেষ্টা করে কোনরকমে ক'লকাতায় গিয়ে খোকাবাবুকে খুঁজে বার ক'রতে পারলে—আর কোন চিন্তা থাকবে না।

নির্ম্মলা। [রুক্ষভাবে] নায়েব ম'শাই ! আবার খোকাবাবুর নাম ? [নরম সুরে] না-না নায়েব ম'শাই, আপনি ঠিকই বলেছেন—আপনি ঠিকই বলেছেন। [কিছুক্ষণ পরে] নায়েব ম'শাই।

যদুপতি। বলুন মা—

নির্ম্মলা। আজ বার বার মনে হ'চ্ছে খোকা কোন অপরাধ করেনি। খোকা ভাল কাজই করেছে। যত অপরাধ করেছি আমি। ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম—এক রাজা পাপ করেছিল—আর সেই পাপের শাস্তি নিতে হ'য়েছিল শুধু রাজাকে নয়, তার লক্ষ লক্ষ প্রজাকেও। তাই আমারও মনে হয় নায়েব ম'শাই—আমারই পাপে, শুধু আমি নই—আমার হাজার হাজার প্রজা আজ শাস্তি ভোগ ক'রছে। না-না, এ আমি কি করেছি।

যদুপতি। ওসব কথা চিন্তা করে মিছে মন খারাপ করে লাভ নেই মা—যা হবার তা হয়েছে।

বাবু। বাবা! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। উঃ, পেটে ভীষণ ব্যথা ক'রছে। বাবা—বাবা!

যদুপতি। খাবার কোথায় পাবো?

নির্ম্মলা। নায়েব মশাই! একটু চেষ্টা করে দেখুন। যদি—

[বাবুর মাথা নিজের কোলে ভাল করিয়া টানিয়া লইলেন]

যদুপতি। কোথায় চেষ্টা ক'রবো মা? চেষ্টা ক'রবার উপায় থাকলে—আমি কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি? [রুদ্ধস্বরে কাঁদিয়া] সব খুইয়ে কোনক্রমে এই বাবুকে বাঁচিয়েছি—তাও বোধহয় ভগবান কেড়ে নেবেন।

নির্ম্মলা। [আর্ত্তকণ্ঠে] না-না নায়েব ম'শাই—আপনি অমন কথা ব'লবেন না। [বাবুকে বুকে জড়াইয়া] ভগবান! তুমি একে কেড়ে নিওনা। এত নিয়েও কি তোমার সাধ মেটে নি?

যদুপতি। মা! আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি—

নির্ম্মলা। কি?

যদুপতি। সামনের ঐ যে টিলাটা দেখছেন—ওর উপর অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। দেখি কোন রকমে যদি ওখানে যেতে পারি—তাহলে হয়তো কিছু যোগাড় করতে পারবো।

নির্ম্মলা। কিন্তু ওখানে যাবেন কি করে? নৌকো নেই—ভেলা নেই—

বাবু। বাবা—বাবা! উঃ-উঃ—

নির্ম্মলা। একি—একি! বাবু—বাবু!

বাবু। উঃ—

যদুপতি। মা, আমি চ'ললাম—দেখি কি করতে পারি—

নির্ম্মলা। কোথায় যাবেন—কেমন করে যাবেন? এই জলের স্রোত—

যদুপতি। সে যাই হোক্ মা—চোখের সামনে আমি এ দেখতে পারবো না। [কাঁদিয়া] ভগবান আমাকে এভাবে শাস্তি দেবেন—তা কখনও ভাবিনি। আমি চলি মা—

[প্রস্থানোদ্যত]

নির্ম্মলা। নায়েব ম'শাই! সাঁতার জানেন তো?

যদুপতি। জল বেশী হবে না মা, বড় জোর গলাজল—

[প্রস্থান]

[যদুপতির প্রস্থান পথের দিকে নির্ম্মলা দেবী একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিলেন]

নির্ম্মলা। আ-আ-আ নায়েব ম'শাই—নায়েব ম'শাই! ওকি-ওকি! আর উঠছেন না কেন? নায়েব ম'শাই—নায়েব ম'শাই! ওহো-হো-হো—ভগবান! আমার একমাত্র অবলম্বন—একমাত্র পরমাত্মীয়—তাকেও—

বাবু। বাবা-বাবা! উঃ—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে—

নির্ম্মলা। [কাঁদিয়া] ক্ষিদে পেয়েছে? তোমার বাবা খাবার আনতে গেছেন—

বাবু। [ম্লান হাসিয়া] খাবার আনতে গেছেন? ক্ষিদে পেয়েছে—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। বাবা খাবার আনতে গেছে—না দিদিমা?

নির্ম্মলা। হ্যাঁ—

বাবু। বাবা কি খাবার আনবে? লুচি আর হালুয়া?

নির্ম্মলা। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ—তাই আনবে।

[নির্ম্মলা দেবী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

বাবু। একি! দিদিমা তুমি কাঁদছো কেন?

নির্ম্মলা। না-না, কাঁদিনি—

বাবু। দিদিমা, আমার শরীরের ভেতর যেন কেমন ক'রছে—আমি আর শুয়ে থাকতে পারছি না।

নির্ম্মলা। কেন? কি হ'য়েছে বাবা? কেমন লাগছে?

বাবু। নিশ্বাস নিতে পারছি না। বুকের ভেতর—উঃ—

নির্ম্মলা। বুকে কোন্‌খানে? বাবু! ও বাবু! [বাবু নীরব] [তু'হাতে ঝাঁকি দিয়া] বাবু! বাবু!

বাবু। [ক্ষীনকণ্ঠে] দি-দি-মা—[স্পন্দন থামিয়া গেল]

নির্ম্মলা। এ্যাঁ! একি! বাবু—বাবু! ভগবান! একি ক'রলে—একি ক'রলে?

[নির্ম্মলা দেবী বাবুর বুকের উপর মুখ রাখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; কিন্তু অল্পক্ষনের মধ্যেই তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি থামিয়া গেল। দুরে একটি নৌকা আসিতে দেখা গেল এবং নৌকা হইতে গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল।]

কূল ছাড়িয়া হায়,
নাও ভাসিয়া যায়;
নিকষ কালো এই জলের দোলায়,
ভাসিয়া যায়রে—নাও ভাসিয়া যায়।

কত কালের কত স্মৃতি,
কত প্রাণের কত প্রীতি ;
হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল, অতল তলে—
এই ক্ষ্যাপা গাঙের ভরা বানের জলে।
গ্রাম ছাড়িয়া হায়,
ঘর ছাড়িয়া হায় ;
ক্ষ্যাপা গাঙের ঢেউএর দোলায়,
ভাসিয়া যায়রে—নাও ভাসিয়া যায়।

[ধীরে ধীরে নৌকাটী টিলার নিকটবর্ত্তী হইল। নৌকা হইতে নার্সের বেশে কল্যানী, মৃণাল, অপরেশ, সুজিত, ভাস্কর এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ অবতরণ করিল]

কল্যানী। অপরেশ! দেখ দেখি ওখানে কে ?

[অপরেশ ও সুজিত অগ্রসর হইয়া দেখিয়া]

অপরেশ। এ যে এক স্ত্রীলোক আর একটি বালক—

কল্যানী। জীবিত ?

অপরেশ। ঠিক বুঝতে পারছি না।

কল্যানী। দেখি-দেখি—[ভাল করিয়া দেখিয়া] উঃ—বাচ্চাটা নেই। অপরেশ! এই বৃদ্ধা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন—এঁকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। ইস্! এমন সুন্দর ছেলে, অথচ—

অপরেশ। অথচ—

কল্যানী। প্রাণ নেই—নিস্পন্দ।

[মঞ্চ ঘুরিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[মঞ্চ অন্ধকার। 'স্পট লাইটে' দেখা যাইতেছে—একটি বৃক্ষতলে রাশিকৃত পোট্‌লা-পুট্‌লি ট্রাঙ্ক ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে। 'স্পট লাইট' ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ট্রাঙ্কের উপর আসিয়া পড়িল। দেখা গেল ট্রাঙ্কের গায়ে লেখা রহিয়াছে "Student's Relief Society". 'স্পট লাইট' পুনরায় ঘুরিয়া আসিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নদীতীরে পড়িল। দেখা গেল ঘাট হইতে যাত্রী বোঝাই পর পর তিনখানি নৌকা ছাড়িল। ঘাটে তখনও আরও নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। অদূরবর্ত্তী মাঝিরা গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছিল]

কল কল ছল্‌ ছল,
টল টল টল মল ;
উচ্ছল চঞ্চল এল—
এল রে বরষা এল ॥

মেঘে মেঘে ঘন কাল,
অশনি ঐ চম্‌কাল ;
জলে জলে জম্‌কাল,
এল এল বন্যা এল ॥

গেল গেল ডুবে গেল,
গোলা গেল গরু গেল ;
ক্ষেত গেল ধান গেল,
কৃষকের ভিটে গেল ॥

ডুবে গেল ভেসে গেল,
হায় হায় একি হ'ল ;
সব গেল সব গেল,
গেল গেল ডুবে গেল ॥

[গান শেষে তাপস পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল এবং পকেট হইতে একটি বাঁশী বাহির করিয়া তিনবার সঙ্কেত ধ্বনি করিল। বংশী-ধ্বনি শুনিবামাত্র নদীতীরে দণ্ডায়মান স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাপসের নিকট উপস্থিত হইল]

তাপস। আলো কোথায় ভাস্কর ?

ভাস্কর। ওরা দুটো আলো দু'নৌকোয় নিয়েছে। আর একটা আছে। তাও আবার পিন ভাঙ্গা স্যার—তাই জ্বলছে না।

তাপস। [টর্চ্চ জ্বালিয়া] বেশ সাবধানে কাজ ক'রবে। হ্যাঁ—সবাইকে পাঠিয়েছ তো ?

ভাস্কর। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—প্রায় সকলকেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

তাপস। প্রায় সকলকেই মানে ?

ভাস্কর। মানে—আমরা এই ক'জন আর সতের নম্বর টেণ্টের একজন মহিলা।

তাপস। সেই মহিলাকে আগের 'ট্রিপে' পাঠিয়ে দিলেই তো পারতে।

ভাস্কর। মহিলাটির অবস্থা কাল রাত্রি পর্য্যন্ত খুবই খারাপ ছিল—তাই একটু বিশ্রামের—

তাপস। কিন্তু আর তো বিশ্রামের সময় দেওয়া যায়না ভাস্কর। যে করেই হোক্—রূপনগর থেকে কাল ভোরের ট্রেন ধরে

ক'লকাতায় রওনা হতেই হবে। বন্যার 'রিলিফ' আমাদের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা করেছি। ওদিকে আবার তোমাদের কলেজও খুলে গেছে। তাছাড়া বেশী দিন এই অনিয়মের মধ্যে থাকলে তোমাদেরও তো শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

ভাস্কর। সেজন্যে মোটেই চিন্তা ক'রবেন না স্যার—আমরা ঠিক আছি।

তাপস। ঠিক এখনও আছ বটে, কিন্তু কে ব'লতে পারে যে আধঘণ্টা পরে তুমি বেঠিক্ হয়ে পড়বে না? চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছ—চন্দনপুর, নন্দনপুর, ফুলতোড়ার মতো বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—যেখানে হাজার হাজার লোকের বাস ছিল, স্কুল ছিল, কলেজ ছিল, সবই ছিল—কত আশা, কত স্বপ্ন ছিল এখানকার বাসিন্দাদের প্রাণে; এরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল ভাস্কর যে এদের এই আলোকোজ্জ্বল স্বপ্ন, সুখ ও দুঃখময় সংসার একদিন তলিয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্রের অতল জলে?

ভাস্কর। না স্যার—এরা হয়তো কখন কল্পনাও করতে পারেনি যে এইভাবে দশ-দশটি গ্রাম একই দিনে, একই সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

তাপস। ভগবানের নিষ্ঠুর পরিহাস! প্রখর সূর্যের তাপে মাঠের শস্য পুড়ে গেল—বনের গাছ-গাছড়া শুকিয়ে গেল। অসহ্য গরমে তৃষ্ণাতুর পশুপক্ষী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠলো. মানুষ কাতর স্বরে প্রার্থনা জানালো এক ফোঁটা

জলের—একটু বৃষ্টির জন্যে। লক্ষ কণ্ঠের এই এক দাবীতে ভগবান বুঝিবা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাই জলধরকে পাঠালেন রৌদ্রতপ্ত মাটিকে শান্ত করতে। বৃষ্টি এলো। ক্রমাগত কয়েকদিন বর্ষণ হ'ল অবিরাম। আর সেই বর্ষণে ফুলে, ফেঁপে নেচে উঠলো ক্ষ্যাপা ব্রহ্মপুত্র। যৌবন মদমত্ত ব্রহ্মপুত্রের আনন্দাবেগে ভেসে গেল লক্ষ লক্ষ লোক, ধন, ঐশ্বর্য্য, ভিটে, মাটি। প্রকৃতির উদ্দাম খেয়ালে তারা হ'ল সমাধি। যে ক'টি প্রাণী কোনক্রমে তাদের জীবন বাঁচালো, অতীতের পরিচয়ে আজ আর কেউ তাদের চিনতে পারবে না। তারা আজ পথের ভিখারী—সম্বল শুধু আপন জীবন।

ভাস্কর। আমাদের প্রতি আপনার আদেশ?

তাপস। আমার আদেশ! হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমার আদেশ শোনাবার জন্যেই আমি তোমাদের এখানে ডেকেছি। কিন্তু ভাস্কর, কি আদেশ আমি দেব?—কিছুই তো ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

ভাস্কর। এখানকার এই সব বীভৎস দৃশ্য দেখে আপনি খুবই মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছেন স্যার। একটু স্থির হয়ে ভেবে আদেশ দিন আমরা কি ক'রবো?

তাপস। না-না, আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়িনি ভাস্কর—পোড়া ছাইতে কখনও আগুন লাগে না। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি আদেশই দেব। অপরেশ! জিনিষ পত্তর সব নৌকোয় তুলে দাও। মৃণাল! তুমি সতের নম্বর তাঁবু গুটিয়ে নাও।

সুজিত! তুমি মৃণালকে সাহায্য করো। আর ভাস্কর! সতের নম্বর তাঁবুতে যিনি আছেন—তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। হ্যাঁ—মনে রেখো, আর পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা এই স্থান ত্যাগ ক'রবো। হ্যাঁ, ভালকথা ভাস্কর! যাবার সময় কল্যানীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও।

[অপরেশ জিনিষপত্তর নৌকায় তুলিতে লাগিল। সুজিত, মৃণাল এবং ভাস্কর আদেশ পালনার্থে প্রস্থান করিল। তাপস ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর একমুঠো মাটি হাতে লইয়া বেশ ভালভাবে দেখিতে লাগিল। এমন সময় নার্সের বেশে কল্যানী প্রবেশ করিল]

কল্যানী। আমায় ডাকছো?

তাপস। হ্যাঁ।

কল্যানী। তোমার হাতে ওটা কি?

তাপস। মাটি।

কল্যানী। মাটি!

তাপস। হ্যাঁ মাটি। আমার দেশের মাটি—আমার জন্মভুমির মাটি—আমার পুর্ব্বপুরুষের অসংখ্য স্মৃতি-বিজড়িত এই মাটি।

কল্যানী। আবার তুমি ওসব চিন্তা ক'রছো?

তাপস। না-না, কিছু না। আমি শুধু শেষবারের মতো একে একটু দেখে যেতে চাই কল্যানী—একে একটু ভালো করে দেখে যেতে চাই। দেখ-দেখ কল্যানী—তুমিও

দেখ। এ তোমার শ্বশুর কুলের মাটি—এ মাটি কত পবিত্র, কত উজ্জ্বল, কত মহিমময় !

কল্যানী। কেন মিছে মন খারাপ ক'রছো ?

তাপস। মিছে !

কল্যানী। হ্যাঁ মিছে। যা তলিয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্রের অতল জলে—তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করা বৃথা।

তাপস। শুধু আমাদের বাড়ীঘর, ধন-সম্পত্তিই তো ঐ বানের জলে তলিয়ে যায়নি কল্যানী—সেই সঙ্গে যে আমার মাকেও আমি ঐ জলে বিসর্জ্জন দিয়েছি !

কল্যানী। তুমি একটু চুপ করো। এ সময় তুমি এত মুষ্‌ড়ে পড়লে আমি—আমি কি করে ধৈর্য্য ধরে থাকবো ? বহু কষ্টে, বহু চেষ্টায় আমি নিজেকে বেঁধে রেখেছি। তুমি আজ আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিও না। তুমি একটু শান্ত হও—একটু সংযত হও।

তাপস। শান্ত হবো—সংযত হবো !

কল্যানী। জানি আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। জানি আমরা যা হারিয়েছি আজীবন মাথা খুঁড়ে মরলেও তা পুনরুদ্ধার করতে পারবো না। তবুও আমাদের মুখ চেয়ে যারা বেঁচে আছে—তাদের জন্যেই আমাদের বাঁচতে হবে।

তাপস। হ্যাঁ-হ্যাঁ—বাঁচতে হবে। কিন্তু কি নিয়ে বেঁচে থাকবো কল্যানী ? ঐ দেখ—যৌবন মদমত্ত ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলেছে কুলুকুলু ধারায়। কত আশা, কত স্বপ্ন রয়েছে ওর বুকে। সেই স্বপ্ন সার্থক হবার আনন্দে ও নেচে নেচে

ছুটে চলেছে সাগরের পানে। প্রথম যৌবনে আমিও ঠিক এমনি ভাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রেখে ছুটে চলেছি জীবনের বন্ধুর পথে। কোন বাধা, কোন নিষেধ মানিনি। আজ আর আমার সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নেই। তাই অতীত আমাকে টানছে— বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমার জীবন-পথে পিছনে ফেলে আসা সেই বিচিত্র ঘটনাগুলোর কথা। কল্যানী! আজ আমি বর্ত্তমানকে সহ্য করতে পারছি না। স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে অতীতের সেই ঘটনা-বহুল বিচিত্র জীবন যাত্রার ছবি। কল্যানী! তুমি বাধা দিও না—নিষেধ ক'রো না। আমাকে একটু ভাবতে দাও সেই দিনগুলোর কথা।

কল্যানী। কি হবে অতীতের সেই স্মৃতিকে বর্ত্তমানে টেনে এনে?

তাপস। কি হবে? [কিছুক্ষণ পর উদ্‌ভ্রান্তের মতো] ওকি—ওকি! ঐ-ঐযে দেখ কল্যানী! বন্যা—ব্রহ্মপুত্রের বুকে নেমে এসেছে সর্ব্বগ্রাসী বন্যা। উত্তাল, উদ্দাম জলস্রোত মত্তবেগে ছুটে চলেছে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারছে না। ঐ-ঐ বীরদর্পে ছুটে চলেছে ব্রহ্মপুত্র—ছুটে চলেছে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে—ছুটে চলেছে মূর্ত্তিমান প্রলয়ের তাণ্ডব-নৃত্যে। কত ধনীর কত প্রাসাদ ঢলে পড়েছে তোমার বুকে। তুমি ভাসিয়ে দিলে তাদের আভিজাত্যের সব অহঙ্কার। কত রঙীন স্বপ্ন দিলে চুরমার করে। অতীতের সব স্মৃতি

দিলে ডুবিয়ে তোমার অতল তলে। তাই বুঝি তোমার গর্জ্জনে মিশে আছে শত শত আর্ত্তের ক্রন্দন—শত শত সর্ব্বহারার বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। না-না-না, হে ব্রহ্মপুত্র থামাও—থামাও তোমার তাণ্ডবলীলা!

কল্যানী। চুপ করো—তুমি চুপ করো। আর এভাবে ব'লো না। আমি যে সহ্য করতে পারছি না।

তাপস। [স্বপ্নঘোরের ন্যায়] এঁ্যা! কোথায়—কোথায় ব্রহ্মপুত্রের সেই রুদ্ররূপ? একি স্বপ্ন? কল্যানী! চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—ঐ ব্রহ্মপুত্র কেমন সহজ শান্ত রূপে এগিয়ে চলেছে সাগরের পানে। দুরন্ত ছেলে সারাদিন খেলা করে সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে।

কল্যানী। হ্যাঁ—ঐ ব্রহ্মপুত্র, কি চমৎকার ওর সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি! কে বিশ্বাস ক'রবে মাত্র দিন কয়েক আগে এই ব্রহ্মপুত্রই মেতে উঠেছিলো প্রলয়ের তাণ্ডব-নৃত্যে—

তাপস। বিশ্বাস ক'রবে—মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রবে তারাই—যারা এই বুভুক্ষ ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুধা মেটাতে নিজেদের সর্ব্বস্ব হারিয়েছে।

কল্যানী। হ্যাঁ, যেমন আমরা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য—আমাদের মাকে হারিয়েছি—

[কান্নায় কল্যানীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। গোটান তাঁবু ও অন্যান্য জিনিষপত্তর লইয়া মৃণাল ও সুজিতের প্রবেশ]

মৃণাল। স্যার, তাঁবু গুটিয়ে নিয়েছি।

তাপস। ওঃ বেশ। ওগুলো নৌকোয় তুলে দাও। তোমরাও সকলে নৌকোয় ওঠো। হ্যাঁ মৃণাল! ভাস্কর এখনও আসছে না কেন?

মৃণাল। ভাস্কর সব কাজ তদারক করে সেই ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে স্যার।

তাপস। ও-আচ্ছা। কল্যানী নৌকোয় ওঠো!

মৃণাল। আকাশে দেখুন স্যার কেমন কালো মেঘ জমেছে—এ অবস্থায় নৌকো ছাড়া কি ঠিক হবে?

তাপস। কোন কথা শুনতে চাই না—যাও, সব নৌকোয় ওঠো।
[কল্যানী ও অপর সকলে নৌকায় উঠিল]

তাপস। নাঃ, এই ভাস্করকে নিয়ে আর পারিনে। সেই কখন গেছে—এখনও ফেরার নাম নেই।

[টর্চ্চ জ্বালিয়া সম্মুখে যাইতে উদ্যত হইল। নেপথ্যে ভাস্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"হ্যাঁ, দেখবেন—খুব সাবধানে যাবেন। টর্চ্চটা জ্বেলে এগিয়ে চলুন—"]

তাপস। ঐ বুঝি ওরা এলো—

[সর্ব্বদেহ বস্ত্রাবৃত এক মহিলাকে লইয়া ভাস্করের প্রবেশ। মহিলার টর্চ্চের আলো তাপসের উপর পড়িতেই স্থির হইয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাপসের টর্চ্চের আলোও সেই মুহূর্ত্তে মহিলার মুখে আসিয়া পড়িল। উভয়েই ভীষণ চম্‌কাইয়া উঠিল। তাপস আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল]

তাপস। মা—মা—তুমি!

নির্ম্মলা। খোকা—খোকা! ফিরে এলি তুই? কিন্তু কি দেখার জন্যে ফিরে এলি খোকা? তোর পিতৃকুলের যে কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে বন্যা।

তাপস। চাইনে—চাইনে আমি তাদের ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য। আমি চাই শুধু আমার মাকে—তাঁর স্নেহ, তাঁর আশীর্ব্বাদ।

নির্ম্মলা। কি দিয়ে আজ তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রবো বাবা? আমি যে সব হারিয়েছি। ধন, মান,ঐশ্বর্য্য কিছুই নেই। অতীতের পরিচয়ে আজ আমায় কেউ চিনতে পারবে না। খোকা! আজ আমি রিক্তা।

তাপস। দুঃখ ক'রো না মা। কে বলে তুমি রিক্তা? তোমার সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য যে আমি।

নির্ম্মলা। খোকা—খোকা! বল্ বাবা—আবার বল্—তুই-ই আমার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য।

তাপস। মা!

নির্ম্মলা। খোকা!

তাপস। প্রকৃতির কি অদ্ভুত লীলা! তুমি আজ ধন, মান, ঐশ্বর্য্য সব হারিয়েছ। সেই সঙ্গে যদি আমাকেও হারাতে—তাহলে কি হ'তো মা? আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদহীনা তোমাকে সহস্র লোকের অবজ্ঞা আর উপহাস মাথা পেতে নিতে হ'তো বেঁচে থাকবার জন্যে—দু'মুঠো ভাতের জন্যে।

নির্ম্মলা। খোকা—খোকা! তুই চুপ কর্—তুই চুপ কর্। আমি

আর সহ্য ক'রতে পারছি না।

তাপস। তাই বলছিলাম মা—এমনি অবস্থার বিপাকে পড়ে যে তার সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, পরের করুণায় মানুষ হয়েছে; ধন, মান, আভিজাত্যের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তাকে অবজ্ঞা করা—উপহাস করা—সমাজে স্থান না দেওয়া—মোটেই সমীচীন কাজ নয় মা।

নির্ম্মলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ খোকা—তুই যা বলতে চাস তা আমি বুঝেছি। সেদিন কল্যানী মাকে আমি চিনতে পারিনি। নিজের আভিজাত্য-অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে সত্যিই আমি সেদিন তার উপর অন্যায় করেছি। কিন্তু আজ আর আমার আভিজাত্য অহঙ্কারের কোন বালাই নেই। ব্রহ্মপুত্রের সর্ব্বগ্রাসী বন্যায় সব ধুয়ে মুছে গেছে। তাই সাধারণ মানুষের সাধারণ চোখে আজ বেশ ভাল করেই আমি চিনতে পারছি আমার কল্যানী মাকে। [হঠাৎ] কে?—একি! কে পায়ের উপর? বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে কেন?

[তাপস টর্চ্চ জ্বালিল। দেখা গেল কল্যানী নির্ম্মলা দেবীকে প্রণাম করিতেছে]

নির্ম্মলা। কে—কে?

তাপস। আমার পরিচয়েই ওর পরিচয় মা।

নির্ম্মলা। কে, কল্যানী মা? কিন্তু তোমার স্থান তো ওখানে নয় মা—তোমার স্থান আমার এই বুকে।

[কল্যানীকে বুকে তুলিয়া লইলেন]

[যবনিকা]

